প্রয়ণে ঃ-
আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুওয়াইল
অনুবাদে ঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

التوحيد الميسر

تأليف : عبد الله بن أحمد الحويل

ترجمة (إلى اللغة البنغالية):

عبد الحميد الفيضي

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

'আত্-তাওহীদুল মুয়াস্সার' বইটি সংক্ষিপ্ত হলেও অতি সুন্দর। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় উপকারী হবে। সুতরাং তা মাদ্রাসা-মিশনের কোর্সে রাখলেও বড় ফলপ্রসূ পুস্তক বলে প্রমাণিত হবে।

তাওহীদ আমাদের প্রথম, তাওহীদ আমাদের শেষ, তাওহীদ আমাদের মূল, তাওহীদ আমাদের মেরুদণ্ড, তাই বইটিকে বাংলার পোশাক পরিয়ে 'সরল তাওহীদ' ক'রে নিলাম।

আমার সুদৃঢ় আশা যে, বাংলাভাষী মুসলিমগণ এই প্রয়াস দ্বারা প্রভূত কল্যাণের ভাণ্ডার লাভ করবেন।

আরও আশা করি যে, 'অলা ও বারা' অধ্যায়ে কেউ এই ভুল বুঝার শিকার হবেন না যে, বইটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। কারণ এ হল সংক্ষিপ্ত মৌলনীতি। বিস্তারিত নীতিতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সহযোগিতা করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে, তারাই তো অত্যাচারী। *(মুমতাহিনাহ ঃ ৮-৯)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দিন এবং লেখক, প্রকাশক ও পাঠককে জান্নাত লাভের অসীলা ক'রে দিন। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ ফাইযী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

তাং ১/১/২০১১
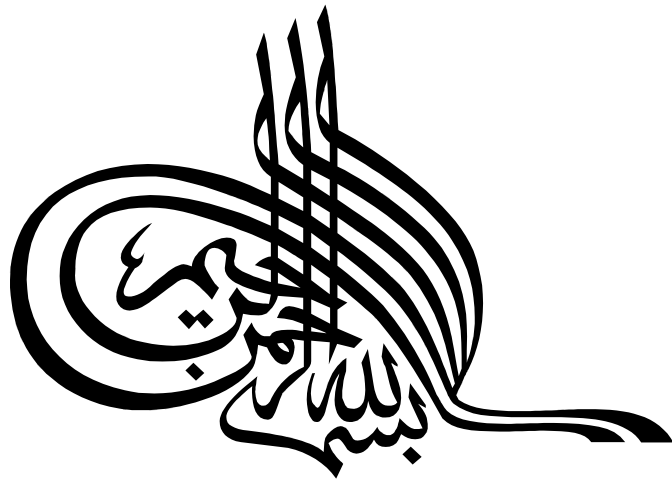
উপস্থাপনা

ফযীলাতুশ শায়খ আল্লামা ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান আল-জিবরীন

أحمد الله وأشكره، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، وبعد:

আমি শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুওয়াইল কর্তৃক প্রণীত ‘আত্-তাওহীদুল মুয়াস্সার’ নামক পুস্তিকাটি পাঠ করলাম। দেখলাম, এটি একটি মূল্যবান পুস্তিকা। এতে রয়েছে তাওহীদ ও ইবাদতের সংজ্ঞা, তার মাহাত্ম্য এবং সেই ইবাদতসমূহের উদাহরণ, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা শুদ্ধ নয়। লেখক এতে কিছু কিছু শির্কের কথা অথবা কোন্ শির্ক তাওহীদের প্রকৃতত্বকে ধ্বংস ক’রে দেয়, সে কথাও উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আমি এ পুস্তিকা ছাপতে, প্রকাশ করতে এবং সেই সকল দেশে প্রচার করতে অসিয়ত করছি, যে সকল দেশের মানুষ অজ্ঞতা ও অন্ধানুকরণবশতঃ বহু প্রকার শির্কে আপতিত হয়েছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে উপকৃত করবেন, যার জন্য তিনি কল্যাণ চাইবেন।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

২৫/৩/ ১৪২৫হিঃ
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান আল-জিবরীন

উপস্থাপনা

ফযীলাতুশ শায়খ ডঃ খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুসলেহ

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

আমাদের ভাই শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুওয়াইল কর্তৃক লিখিত 'আত্-তাওহীদুল মুয়াস্সার' নামক পুস্তকে তিনি যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে অবহিত হলাম। তাতে যেভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইলমকে সরল ও সহজ ক'রে পরিবেশন করা হয়েছে, তা দেখে আমি আনন্দিত হলাম। যেহেতু শিক্ষার্থীর জন্য (শিক্ষাকে) সহজ ক'রে দেওয়া শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ] (٢٢) سورة القمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? *(ক্বামার ঃ ২২)*

যেমন সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

অর্থাৎ, তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি। *(বুখারী)*

সহীহ মুসলিমে জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন,

(إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে কঠোর ও কট্টররূপে পাঠাননি, বরং আমাকে সরল শিক্ষকরূপে পাঠিয়েছেন। *(মুসলিম)*

সুতরাং ইল্ম ও আমলে বর্কতময় এই শরীয়তের বুনিয়াদই হল সরলতার উপর। আর তা শরীয়তের ব্যাপকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সকল মানুষের জন্য পালনীয়।

আমাদের ভাই শায়খ আব্দুল্লাহ যা করেছেন, তা প্রশংসনীয় সুন্দর কাজ। বিশেষ ক'রে তিনি যে জিনিস সরল ও বুঝার সন্নিকট করেছেন, তা সকল ইলমের মূল---ইল্মুত তাওহীদ। যে ইলমের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর হক সম্বন্ধে পরিচিত লাভ ক'রে থাকে, যে ইল্ম দ্বারা তার ইহ-পরকাল সুন্দর হয়।

আমি নিজেদের জন্য ও তাঁর জন্য কথা ও কাজে আল্লাহর নিকট তাওফীক ও সঠিকতা প্রার্থনা করি। এবং এও প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই বর্কতময় প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করেন।

লিখেছেন---
খালেদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মুসলেহ
১০/৫/ ১৪২৪হিঃ

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

এই পুস্তিকা তাওহীদ অধ্যায়ে উপকারী সংক্ষিপ্ত রচনা, সারসংক্ষেপ মাসায়েল এবং তৃপ্তিকর পাঠগুচ্ছ, যে তাওহীদ ছাড়া আল্লাহ কোন আমল কবুল করবেন না এবং তা প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

আমি এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় এমন কিছু রীতি-নীতি ও প্রকার-প্রকরণ পরিবেশন করেছি, যা পাঠকের জন্য বহু বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রিত করবে, উধাও হতে চাওয়া জিনিসকে শৃঙ্খলিত করবে এবং তার মস্তিষ্কে ইল্মকে সুবিন্যস্ত করবে।

যেহেতু দু'টি বিষয় ছাড়া বস্তুকে জানা যায় না,

১। তার প্রকৃতত্ব বা স্বরূপ

২। তার বিপরীত বিষয়

সেহেতু আমি তাওহীদের প্রকৃতত্বের উপর আলোকপাত করেছি, তার মৌলনীতি ও প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছি। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তাওহীদের বিপরীত বিষয়কে উল্লেখ করেছি, আর তা হল 'শির্ক'। তার সংজ্ঞা বলেছি, তার নানা ধরন, প্রকার ও বিধান বর্ণনা করেছি। যেহেতু

الضِّدُّ يُظهِرُ حُسنَهُ الضِّدُّ.....وَبِضِدّهَا تَتَمَيَّزُ الأشيَاءُ

অর্থাৎ, বিপরীত বিষয়ের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে বিপরীত বিষয়ই। আর বিপরীত জিনিস দ্বারাই জিনিস স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

বলা বাহুল্য, শির্কের কদর্য ও বিপত্তি জানা ব্যতিরেকে তাওহীদের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পেতেই পারে না।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকায় অন্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সংযোগ

করেছি, যা জানার ব্যাপারে তাওহীদবাদী অমুখাপেক্ষী নয়।

সকল মাস্আলাকে সুবিন্যস্ত, সুসমঞ্জস ও বিভক্তিকরণের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি। প্রত্যেক বিষয়ের সংজ্ঞা, পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্তভাবে তার প্রামাণ্য-উদ্ধৃতি দিতে যত্নবান হয়েছি। যাতে এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা স্মৃতিস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়।

বর্ণনায় বিরক্তিকর দৈর্ঘ্য ও অপূর্ণ সংক্ষেপ থেকে দূরে থেকেছি। সুতরাং পুস্তিকাটিকে উভয় ত্রুটির মাঝামাঝি রূপে রচনা করেছি। এর পরেও যদি সঠিক করেছি, তাহলে তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল করেছি, তাহলে তা আমার নিজের ও শয়তানের পক্ষ থেকে।

এই পুস্তিকাটির (সকল উপকরণ) আমি সত্যানুসন্ধানী তাওহীদবাদী উলামাদের গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছি। আর এর নাম দিয়েছি, 'আত্-তাওহীদুল মুয়াস্সার' (সরল তাওহীদ)।

সর্বশক্তিমান সাহায্যস্থল আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা যে, তিনি যেন এর দ্বারা মানুষের উপকার সাধন করেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন একে আমার নেকীর পাল্লায় রাখেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুওয়াইল
রিয়ায
পোঃ বক্স- ৩৪৫১৬৯, পিন- ১১৩৮১
Alhaweel@hotmail.com
মোবাইল ০৫৫৮৮৫০০২৫

তাওহীদের সংজ্ঞা

□ আভিধানিক অর্থ ঃ

توحيد শব্দটি وحّد يوحّد এর মাসদার। যার অর্থ একক করা।

□ উদাহরণ ঃ

যখন বলবে, 'মুহাম্মাদ ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হবে না।'
তখন তুমি মুহাম্মাদকে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে 'একক' করবে।
যখন বলবে, 'খালেদ ছাড়া মজলিস থেকে কেউ উঠবে না।'
তখন তুমি খালেদকে মজলিস থেকে উঠার ব্যাপারে 'একক' করবে।
(তার মানে মুহাম্মাদ ও খালেদের সাথে অন্য কেউ শরীক হবে না।)

□ শরয়ী অর্থ ঃ

আল্লাহ তাআলাকে তাঁর
১। রুবূবিয়াত
২। উলূহিয়াত ও
৩। আসমা অস্‌স্বিফাতে একক বলে জানা।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ তিন প্রকার ঃ
১। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ
২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ
৩। তাওহীদুল আসমা অস্‌স্বিফাত।

১। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ঃ

সংজ্ঞা ঃ আল্লাহ তাআলাকে (১) সৃষ্টি (২) আধিপত্য ও (৩) নিয়ন্ত্রণে একক বলে জানা।

অথবা ঃ মহান আল্লাহকে তাঁর কর্মাবলীতে একক বলে জানা।

তাঁর কর্মাবলীর উদাহরণ ঃ সৃষ্টি করা, রুযী দেওয়া, জীবন দেওয়া, মরণ দেওয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা, গাছপালা উদ্‌গত করা ইত্যাদি।

□ এর দলীলসমূহ ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

[أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ] (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। *(আ'রাফ ঃ ৫৪)*

[وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ] (١٨٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। *(আলে ইমরান ঃ ১৮৯)*

[قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ]

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(ইউনুস ঃ ৩১)*

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (বা তাওহীদুল ইবাদাহ) ঃ

সংজ্ঞা ঃ আল্লাহ তাআলাকে তাঁর বান্দার বন্দেগীতে একক বলে জানা।

 উদাহরণ ঃ

বান্দার বন্দেগী বা ইবাদত, যেমন ঃ নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ করা, ভরসা করা, নযর মানা, ভয় করা, আশা রাখা, ভালবাসা ইত্যাদি।

 এর দলীলসমূহ ঃ

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

[وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا] (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। *(নিসা ঃ ৩৬)*

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ]

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসূল প্রেরণ করিনি। *(আম্বিয়া ঃ ২৫)*

৩। তাওহীদুল আসমা অসস্বিফাত ঃ

সংজ্ঞা ঃ মহান আল্লাহকে সেই গুণে গুণান্বিত জানা, যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর গুণে তিনি নিজে অথবা তাঁর রসূল ﷺ গুণান্বিত করেছেন, তার কোন প্রকার কেমনত্ব ও উদাহরণ বর্ণনা না করা এবং তা বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় না করা।

 এর দলীলসমূহ ঃ

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরা ঃ ১১)*

[وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(আ'রাফ ঃ ১৮০)*

 জরুরী কথা

এক ঃ উক্ত তিন প্রকার তাওহীদ একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এক প্রকার তাওহীদ অন্য প্রকার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এক প্রকার তাওহীদে বিশ্বাস রাখে এবং অন্য প্রকারে অবিশ্বাস করে, তাহলে সে তাওহীদবাদী হতে পারবে না।

দুই ঃ জেনে রেখো যে, যে কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ যুদ্ধ করেছেন, তারা 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ'কে মানত। তারা স্বীকার করত যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবন ও মরণদাতা, তিনিই উপকার করেন, অপকার করেন, তিনিই সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিশ্বাস তাদেরকে ইসলামে প্রবিষ্ট করেনি।

এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

[قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ]

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব

তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(ইউনুসঃ৩১)*

তিন ঃ 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'ই ছিল সমস্ত নবী-রসূলের দাওয়াতের বিষয়বস্তু। যেহেতু এই তাওহীদই হল ভিত্তি, যার উপরে যাবতীয় আমলের সৌধ গড়ে ওঠে। এর বাস্তবায়ন ছাড়া কোন আমলই শুদ্ধ হতে পারে না। যেহেতু এই তাওহীদ বাস্তবায়ন না হলে এর বিপরীত বিষয় আত্মপ্রকাশ করবে, আর তা হল শির্ক। তাই সকল রসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই তাওহীদ। সুতরাং এই তাওহীদের প্রতি যত্নবান হওয়া, তার মাসায়েল অধ্যয়ন করা এবং তার মৌল নীতিমালা বুঝা ওয়াজেব।

তাওহীদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

১। তাওহীদ ইসলামের সবচেয়ে বড় রুক্ন (খুঁটি)

এবং তা দ্বীনের অন্যতম বৃহৎ অবলম্বন। কোন ব্যক্তির ইসলামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে, আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকার করেছে এবং তিনি ছাড়া অন্যকে উপাস্য বলে অস্বীকার করেছে।

মহানবী বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থাৎ, "ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি;

(ক) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল,

(খ) নামায কায়েম করা,

(গ) যাকাত প্রদান করা,

(ঘ) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং

(ঙ) কা'বাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী + মুসলিম)*

২। তাওহীদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সর্বপ্রথম ওয়াজেব।

তাওহীদ সকল আমলের সর্বাগ্রে এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শীর্ষে, যেহেতু তার রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও বিরাট মাহাত্ম্য।

তাওহীদের দাওয়াত দিতে হয় সবার আগে।

নবী মুআয -কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বলেছেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ....

وفي رواية : إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى.

"নিশ্চয় তুমি এমন সম্প্রদায়ের কাছে আগমন করবে, যারা আহলে কিতাব। সুতরাং তাদেরকে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দেবে, তা হল আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই---এ কথার সাক্ষ্যদান.....।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তা হল এই যে, তারা আল্লাহকে এক বলে মানবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। তাওহীদ বাস্তবায়ন ছাড়া কোন ইবাদত কবুল হবে না

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত ও বুনিয়াদ হল তাওহীদ। তাওহীদ ছাড়া ইবাদতকে 'ইবাদত' বলা যায় না। যেমন ওযূ ও পবিত্রতা ছাড়া নামাযকে 'নামায' বলা যায় না। সুতরাং শির্ক প্রবেশ করলেই ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন হাওয়া খারিজ হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, তাওহীদ ছাড়া ইবাদত শির্কে পরিণত হয় এবং অন্য নেক আমলকেও নষ্ট ও পন্ড ক'রে দেয়। আর শির্ক মুশরিককে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী করে।

৪। তাওহীদ দুনিয়ায় নিরাপত্তা ও সুপথ পাওয়ার অসীলা

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ] الأنعام(٨٢)

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের বিশ্বাসকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(আনআম ঃ ৮২)*

এখানে 'যুল্ম' (অন্যায়) বলতে 'শির্ক'কে বুঝানো হয়েছে। *(বুখারী ২/৪৮৪, ইবনে মাসউদের হাদীস)*

ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহু তাআলা) বলেন, 'অর্থাৎ, তারা---যারা শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধভাবে ইবাদত করেছে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি, তারা কিয়ামতে নিরাপত্তা পাবে এবং ইহ-পরকালে সুপথ পাবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদকে পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করবে, তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুপথ। আর সেই ব্যক্তিই বিনা আযাবে জান্নাত প্রবেশ করবে।'

শির্ক হল সবচেয়ে বড় যুল্ম এবং তাওহীদ হল সবচেয়ে বড় ইনসাফ।

৫। তাওহীদ জান্নাত প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের কারণ

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ.

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর (পক্ষ থেকে প্রেরিত) রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই ক'রে থাকুক না কেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরও বলেছেন,

...فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম ক'রে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী মুসলিম)*

৬। তাওহীদ ইহ-পরকালের বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধার করে

ইবনুল ক্বাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাওহীদ তার অনুসারী ও তার শত্রুদের আশ্রয়স্থল।

(ক) যারা তাওহীদের দুশমন, তাদেরকে সে দুনিয়ার বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধার করে। মহান আল্লাহ বলেন,

[فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ] (٦٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার ক'রে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন ওরা তাঁর অংশী করে। *(আনকাবূত ঃ ৬৫)*

(খ) যারা তাওহীদের অনুসারী, তাদেরকে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধার করে। এটাই হল বান্দার ব্যাপারে মহান আল্লাহর রীতি। বিপদ-আপদ দূরীকরণে তাওহীদের মতো অন্য কোন মাধ্যম নেই। এই জন্য বালা-মুসীবত দূরীকরণের দুআতে তাওহীদ আছে। মাছের পেটে ইউনুস ﷺ-এর দুআতে তাওহীদ ছিল, যে দুআ কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পড়লে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করেন।

সুতরাং শির্ক ছাড়া অন্য কোন জিনিস মানুষকে বড় বড় বিপদে ফেলে না। আর

তাওহীদ ছাড়া অন্য কোন জিনিস মানুষকে বিপদমুক্ত করে না। সুতরাং তাওহীদই হল সৃষ্টির আশ্রয়স্থল, রক্ষাস্থল, নিরাপদ কেল্লা ও পরিত্রাণ-সৈকত।

৭। মানব-দানব সৃষ্টি করার পিছনে হিকমত হল তাওহীদ

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। আর এটাই হল তাওহীদ।

বলা বাহুল্য, রসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে, শরীয়তের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং সৃষ্টি-জগৎ রচনা করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য এবং সব ছেড়ে একমাত্র তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

 এর দলীল ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ] (١٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(আলে ইমরান ঃ ১৮)*

[فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। *(মুহাম্মাদ ঃ ১৯)*

 এর অর্থ ঃ

আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই।

 অন্যান্য বাতিল অর্থ ঃ

১। আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই।

এ অর্থ বাতিল। কেননা, এর মানে হবে ঃ প্রত্যেক হক অথবা বাতিল মা'বূদই আল্লাহ।

২। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

এটি উক্ত কালেমার আংশিক অর্থ। পরন্তু উদ্দেশ্য তা নয়। যেহেতু এ কথাই যদি কালেমার অর্থ হত, তাহলে নবী ﷺ ও তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে কোন কলহ বাধত না। কারণ, তারা তো এ কথা স্বীকারই করত।

৩। আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমকর্তা, শাসনকর্তা বা বিধানদাতা নেই।

এটিও উক্ত কালেমার আংশিক অর্থ। এ অর্থ যথেষ্ট নয় এবং উদ্দেশ্যও নয়। যেহেতু যদি আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা বলে মেনে নেওয়া হয় এবং ইবাদত অন্য কারো করা হয়, তাহলে তাওহীদ বাস্তবায়ন হবে না।

 এর রুক্নসমূহ

কালেমার রুক্ন দু'টি ঃ

১। নেতিবাচক (লা ইলাহ)

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সকল মা'বূদের ইবাদত খন্ডনীয়।

২। ইতিবাচক (ইল্লাল্লাহ)

অর্থাৎ, শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত নিবেদনীয়।

দলীল ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا]

অর্থাৎ, যে তাগূতকে অস্বীকার করবে (এটি নেতিবাচক) এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, (এটি ইতিবাচক) নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধারণ করবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

[وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ] (٢٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই; (এটি নেতিবাচক) সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (এটি ইতিবাচক) এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।' *(যুখরুফ ঃ ২৬-২৭)*

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মানুষের জন্য বড় উপকারী। কিন্তু কখন?

১। যখন তার অর্থ জানবে।

২। তার দাবী অনুযায়ী আমল করবে। (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার ইবাদত বর্জন করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।)

 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন ফলদায়ক হবে, যখন পাঠকারী তার শর্তাবলী বাস্তবে পালন করবে। তার শর্তাবলী আটটি ঃ-

(১) তার অর্থ জানতে হবে, যাতে কিছু অজানা থাকবে না।
(২) দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে, যাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।
(৩) ইখলাস (বিশুদ্ধতা) থাকতে হবে, যাতে শির্ক থাকবে না।
(৪) সত্যতা থাকতে হবে, যাতে কোন মিথ্যা থাকবে না।
(৫) ভালবাসা থাকতে হবে, যাতে কোন ঘৃণা থাকবে না।
(৬) আনুগত্য থাকতে হবে, যাতে কোন অবাধ্যতা থাকবে না।
(৭) গ্রহণ থাকতে হবে, যাতে কোন প্রত্যাখ্যান থাকবে হবে।
(৮) সমস্ত বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার করতে হবে।

আরবী ছাত্রদের মুখস্থ করার সুবিধার জন্য নিম্নোক্ত কবিতায় শর্তগুলি একত্রিত করা হয়েছে ঃ-

علم يقين وإخلاص وصدقك مع .... محبة وانقياد والقبول لها

وزد ثامنها الكفران منك بما .... سوى الإله من الأوثان قد ألها

 শর্তগুলির বিস্তারিত বিবরণ

(১) তার অর্থ জানতে হবে, যাতে কিছু অজানা থাকবে না।

অর্থাৎ, নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক নিরূপণ ক'রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ জানতে হবে।

দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ] (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। *(মুহাম্মাদ ঃ ১৯)*

(২) দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে, যাতে কোন সন্দেহ থাকবে না।

অর্থাৎ, কালেমা পাঠকারীর মনে পূর্ণ প্রত্যয় ও একীন থাকবে যে, একমাত্র আল্লাহই সত্যিকার মা'বূদ।

দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ] (١٥) سورة الحجرات

অর্থাৎ, বিশ্বাসী তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। *(হুজুরাতঃ ১৫)*

(৩) ইখলাস (বিশুদ্ধতা) থাকতে হবে, যাতে কোন শির্ক থাকবে না।

অর্থাৎ, সকল প্রকার ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য খাঁটিভাবে নিবেদন করতে হবে এবং তার কিছুও গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা যাবে না।

দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ] (٥) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(বাইয়িনাহঃ ৫)*

(৪) সত্যতা থাকতে হবে, যাতে কোন মিথ্যা থাকবে না।

অর্থাৎ, তুমি তাওহীদের কালেমা পড়তে তুমি সত্যবাদী হবে। তোমার অন্তর ও মুখ যেন এক হয়।

দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ] (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, (১) আলিফ-লাম-মীম ; মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(আনকাবূতঃ ১-৩)*

(৫) ভালবাসা থাকতে হবে, যাতে কোন ঘৃণা থাকবে না।

অর্থাৎ, তুমি এই কালেমা পাঠ করবে এবং সেই সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসবে। এই কালেমা ও তার তাৎপর্যকে ভালবাসবে।

দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للهِ] (١٦٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। *(বাক্বারাহঃ ১৬৫)*

(৬) আনুগত্য থাকতে হবে, যাতে কোন অবাধ্যতা থাকবে না।

অর্থাৎ, তুমি কেবল আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করবে, তাঁর শরীয়তের অনুবর্তী হবে, তাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে এবং প্রত্যয় রাখবে যে, তা সত্য।

দলীলঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ] (٥٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। *(যুমারঃ ৫৪)*

(৭) গ্রহণ থাকতে হবে, যাতে কোন প্রত্যাখ্যান থাকবে না।

অর্থাৎ, তুমি এই কালেমাকে গ্রহণ করবে এবং বিশুদ্ধভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা ও গায়রুল্লাহর ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি এর তাৎপর্য গ্রহণ করবে।

দলীলঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ] (٣٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' *(স্বাফ্‌ফাতঃ ৩৫-৩৬)*

(৮) সমস্ত বাতিল মা'বূদকে অস্বীকার করতে হবে।

অর্থাৎ, গায়রুল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না এবং এই বিশ্বাস রাখবে যে, তা বাতিল।

দলীলঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا] (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’র সাক্ষ্য

 এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ] (١٢٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। *(তাওবাহ ঃ ১২৮)*

[وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ] (١) سورة المنافقون

অর্থাৎ, আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল। *(মুনাফিকূন ঃ ১)*

 এই সাক্ষির অর্থ ঃ

মুখের অনুরূপ অন্তরের অন্তস্তল থেকে দৃঢ়তার সাথে এই সত্যায়ন করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের সকলের জন্য প্রেরিত রসূল (দূত)।

 এর রুক্‌ন

এর রুক্‌ন দু'টি ঃ

১। মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালতকে স্বীকার করা। (অর্থাৎ, তিনি যে রসূল, সে কথা স্বীকার করা।)

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহ তাঁকে উচ্চ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থলে ‘বান্দা বা দাস’ বলে আখ্যায়ন করেছেন। যেমন আহবান স্থলে বলেছেন,

[وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا] (١٩) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল। *(জ্বিন ঃ ১৯)*

সুতরাং তিনি একজন রসূল, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করা যাবে না এবং তিনি আব্দ্

(বান্দা)। মা’বূদ (উপাস্য) নন।

□ এর শর্তাবলী ও দাবীসমূহ

এর শর্তাবলী ও দাবীসমূহ চারটি ঃ

১। তিনি যে খবর বলেন, তা সত্যজ্ঞান করা।

২। তিনি যে আদেশ করেন, তা পালন করা।

৩। তিনি যা করতে নিষেধ করেন এবং ধমক দেন, তা হতে বিরত থাকা।

৪। তাঁর বিধান ছাড়া অন্য মতে আল্লাহর ইবাদত না করা।

(সংজ্ঞা ও প্রকার)

□ শির্কের সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক অর্থে ঃ শরীক ও সমকক্ষ করা।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান করা।

□ শির্কের প্রকারভেদ ঃ

১। শির্কে আকবার (সবচেয়ে বড় শির্ক)

তা হল প্রত্যেক সেই শির্ক, যা শরীয়ত সাধারণভাবে উল্লেখ করেছে এবং যা করলে মানুষ নিজ দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়।

২। শির্কে আসগার (সবচেয়ে ছোট শির্ক)

তা হল প্রত্যেক সেই কথা বা কাজ, যা শরীয়তে ‘শির্ক’ বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের (অন্যান্য) দলীল দ্বারা জানা গেছে যে, তার কর্তা দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায় না।

□ শির্কে আকবার ও শির্কে আসগারের মাঝে পার্থক্য ঃ

নিম্নে উল্লিখিত ছক দ্বারা তা স্পষ্ট হবে ঃ-

শির্কে আকবার	শির্কে আসগার
দ্বীন থেকে খারিজ ক’রে দেয়।	দ্বীন থেকে খারিজ করে না।
এর কর্তা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হয়।	এর কর্তা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হয় না।
সমস্ত নেক আমলকে পণ্ড ক’রে দেয়।	সমস্ত নেক আমলকে পণ্ড ক’রে দেয় না। তবে যে আমলে লোক-দেখানির শির্ক হয়, সে আমলকে নষ্ট ক’রে দেয়।

কর্তার জান-মালকে (হরণ করা) হালাল ক'রে দেয়।	কর্তার জান-মালকে (হরণ করা) হালাল ক'রে দেয় না।

শির্কে আকবারের প্রকারভেদ

শির্কে আকবার চার প্রকার ঃ

১। শির্কুদ দাওয়াহ (আহবানে শির্ক)
এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ] (٦٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার ক'রে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন ওরা তাঁর অংশী করে। *(আনকাবূত ঃ ৬৫)*

২। শির্কুন নিয়্যাহ (নিয়ত ও ইচ্ছার শির্ক)
এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (١٦) سورة هود

অর্থাৎ, যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে। *(হূদ ঃ ১৫-১৬)*

৩। শির্কুত ত্বাআহ (আনুগত্যের শির্ক)
এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ] (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে, যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহ ঃ ৩১)*

উক্ত আয়াতের তফসীর সম্বন্ধে কোন জটিলতা নেই যে, প্রভু মানার অর্থ ঃ পাপ কাজে আলেম ও আবেদগণের আনুগত্য করা; তাদেরকে (বিপদে) আহবান করা নয়। যেমন নবী ﷺ আদী বিন হাতেম ﷺ-কে ব্যাখ্যা ক'রে শুনিয়েছিলেন। আদী ﷺ বলেছিলেন, 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি না।' নবী ﷺ বলেছিলেন, 'পাপকাজে তাদের আনুগত্য করাই হল তাদের ইবাদত করা।' *(তিরমিযী ৩০৯৪নং)*

৪। শির্কুল মাহাব্বাহ (ভালবাসার শির্ক)

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِّ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِّ] (١٦٥) البقرة

অর্থাৎ, আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালবাসে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

 শির্কে আকবার ও আসগারের কতিপয় উদাহরণ

শির্কে আকবারের উদাহরণ ঃ

১। শির্কে আকবার জালী (স্পষ্ট বড় শির্ক)

যেমন, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা, নযর ও মানত মানা, গায়রুল্লাহকে বিপদে ডাকা ইত্যাদি।

২। শির্কে আকবার খাফী (অস্পষ্ট বড় শির্ক)

যেমন, মুনাফিকদের শির্ক ও তাদের লোক-দেখানি কর্মকান্ড। গুপ্ত ভয়; সেই কাজে গায়রুল্লাহকে ভয় করা, যে কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না।

 শির্কে আসগারের উদাহরণ ঃ

১। শির্কে আসগার জালী (স্পষ্ট ছোট শির্ক)

যেমন, গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া, 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)' বলা, 'আল্লাহ ও অমুক না থাকলে (আমার অবস্থা খারাপ হত)' বলা ইত্যাদি।

২। শির্কে আসগার খাফী (অস্পষ্ট ছোট শির্ক)

যেমন, সামান্য লোক-প্রদর্শন, অশুভ লক্ষণ মানা ইত্যাদি।

□ শির্ক থেকে বাঁচার একটি উপকারী দুআ

আবূ মূসা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে ভাষণ দিয়ে বললেন, "হে লোক সকল! এই শির্ক থেকে সাবধান থেকো। কারণ, তা পিঁপড়ের চলন অপেক্ষা অস্পষ্ট।" আল্লাহর ইচ্ছায় এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা পিঁপড়ের চলন অপেক্ষা অস্পষ্ট হলে তা হতে কীভাবে সাবধান হব?' তিনি বললেন, "তোমরা (দুআয়) বলো,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা জেনে-শুনে তোমার সাথে শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে ক'রে ফেলি, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(আহমাদ, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

শির্কের ইতিহাস

আদম সন্তানের মৌলিক অবস্থা হল তাওহীদ। শির্ক তাদের মাঝে বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ করেছে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন, 'আদম ও নূহের মাঝে দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। এর অন্তর্বর্তী কালের সকল মানুষ তাওহীদবাদী ছিল।'

□ পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম শির্ক

পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম শির্ক ঘটে নূহের সম্প্রদায়ের মাঝে। যখন তারা নেক লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাদের মূর্তি বানায়, অতঃপর সবশেষে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পূজা শুরু করে! মহান আল্লাহ নূহ عليه السلام-কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন, তিনি তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান জানান।

□ মূসা নবীর সম্প্রদায়ের মাঝে শির্ক

তাদের মাঝে শির্ক শুরু হয়, যখন তারা বাছুরকে মা'বূদ মেনে নেয়।

□ খ্রিষ্টানদের মাঝে শির্ক

ঈসা عليه السلام-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর তাদের মাঝে শির্ক চালু হয়। পল বলে এক ব্যক্তি ছিল। যে প্রতারণা ক'রে ও ধোঁকা দিয়ে প্রকাশ করত যে, সে মাসীহর প্রতি ঈমান রাখে। সে-ই খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদ, ক্রুশ-পূজা ও আরো অনেক পৌত্তলিকতা প্রবিষ্ট করে।

□ আরবদের মাঝে শির্ক

আরবদের মাঝে সর্বপ্রথম শির্ক চালু হয় আম্র বিন লুহাই খুযায়ী নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক। সে-ই ইব্রাহীম ﷺ-এর ধর্মে পরিবর্তন ঘটায় এবং হিজাযের মাটিতে মূর্তি আমদানি ক'রে লোককে তার পূজা করতে আদেশ দেয়।

 উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় শির্ক

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় সর্বপ্রথম শির্ক শুরু হয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে ফাতেমী শিয়াদের হাতে। যখন তারা কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করে, ইসলামে মীলাদের বিদআত ও নেক লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ির বিদআত চালু করে।

অনুরূপ যখন তরীকার পীর-মাশায়েখদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি-ভিত্তিক ভ্রান্ত সূফীবাদ আত্মপ্রকাশ করে, তখনও শির্কের প্রচলন ঘটে।

 শির্কের ভয়াবহতা ও তার বিভিন্ন শাস্তি

১। মুশরিক বিনা তাওবায় মারা গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء] (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। *(নিসা ঃ ৪৮)*

২। মুশরিক দ্বীন থেকে খারিজ ও তার জান-মাল হালাল হয়ে যায়।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ] (٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী কর, অবরোধ কর। *(তাওবাহ ঃ ৫)*

৩। মহান আল্লাহ মুশরিকের কোন আমল কবুল করেন না এবং তার পূর্বের কৃত আমল পন্ড হয়ে যায়।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا] (٢٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব। *(ফুরক্বান ঃ ২৩)*

[وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (٦٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, (হে নবী!) তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। *(যুমার ঃ ৬৫)*

৪। মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।
এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' *(মাইদাহ ঃ ৭২)*

ইসলাম-বিনাশী কর্মাবলী

অর্থাৎ, যে সকল কাজে মুসলিমের ইসলাম ধ্বংস হয়ে যায়, নষ্ট ও বাতিল হয়ে যায়। এমন কর্ম অনেক আছে। কিন্তু অধিক ভয়ানক ও অধিক ঘটমান কর্ম দশটি ঃ

১। আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করা
যেমন গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্য পশু যবেহ করা, জ্বিন বা কবরের উদ্দেশ্যে যবেহ করা।
এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء] (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। *(নিসা ঃ ৪৮)*

২। আল্লাহ ও নিজের মাঝে অসীলা বা মাধ্যম স্থির করা, তাকে বিপদে আহবান করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, তার ওপর ভরসা করা ইত্যাদি। এমন কাজে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কাফের হওয়াতে সন্দেহ

পোষণ করা অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা। এমন কাজও কুফরী।

৪। নবী ﷺ-এর আদর্শ অপেক্ষা অন্যের আদর্শকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করা অথবা তাঁর ফায়সালা অপেক্ষা অন্যের ফায়সালাকে অধিক উত্তম মনে করা, যেমন তাঁর ফায়সালার উপর তাগূতদের ফায়সালাকে প্রাধান্য দেওয়া। এমন কাজের কাজীও কাফের।

৫। রসূল ﷺ-এর আনীত শরীতের কোন অংশকে অপছন্দ বা ঘৃণা করা। তার উপর আমল করলেও এমন কাজের কাজী কাফের।

৬। রসূল ﷺ-এর দ্বীনের কোন অংশ অথবা সওয়াব বা শাস্তি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। এমন কাজের কাজীও কাফের।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (٦٥) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে বিশ্বাসী প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ। *(তাওবাহ ৬৫-৬৬)*

৭। যাদু করা। অনুরূপ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যোগ বা তাবীয করা। যে তা করবে অথবা তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ] (١٠٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। 'তোমরা কুফরী করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও (যাদু) শিক্ষা দিত না। *(বাক্বারাহঃ ১০২)*

৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই

একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(মাইদাহ ঃ ৫১)*

৯। মুহাম্মাদী শরীয়ত থেকে কোন কোন লোকের বের হওয়ার অবকাশ আছে---এই বিশ্বাস করা। এতেও মানুষ কাফের হয়ে যায়।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ]

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(আলে ইমরান ঃ ৮৫)*

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া; না তা শিক্ষা করা, আর না তার উপর আমল করা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। *(সাজদাহ ঃ ২২)*

 দু’টি সতর্কবাণী

এক ঃ উপরে উল্লিখিত ইসলাম-বিনাশী কর্মসমূহের মধ্যে যে কেউ একটিতে পতিত হবে, সে কাফের হয়ে যাবে। এর মধ্যে কেউ সত্যিকারে করেছে অথবা উপহাসছলে করেছে অথবা ভয়ে করেছে---তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। অবশ্য যে বাধ্য হয়ে করেছে, সে কাফের হবে না।

দুই ঃ উক্ত ইসলাম-বিনাশী কর্মগুলি খুব বড় ভয়াবহ এবং মুসলিমদের মাঝে অধিক ঘটমানও। সুতরাং মুসলিমের উচিত, উক্ত কর্মাবলী থেকে সতর্ক থাকা এবং তা নিজের দ্বারা ঘটে যেতে পারে---এমন ভয় রাখা।

তাগূত অস্বীকার করা

 তাগূতের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ তাগূত শব্দটির উৎপত্তি طغيان শব্দ থেকে, যার অর্থ ঃ সীমালংঘন করা।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ বান্দা যার ব্যাপারে নিজ সীমালংঘন করে, চাহে সে মা'বূদ (উপাস্য) অথবা অনুসৃত অথবা মানিত হোক। (আল্লাহ ছাড়া সকল পূজ্যমান ব্যক্তি ও বস্তুই তাগূত, যদি সে পূজায় সম্মত থাকে।)

 তাগূত অস্বীকার করা ওয়াজেব

মহান আল্লাহ আদম সন্তানের উপর প্রথম যা ফরয করেছেন, তা হল তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহকে স্বীকার করা। (আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা।)

 এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ] (٣٦) النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহল ঃ ৩৬)*

 তাগূত অস্বীকার করবে কীভাবে?

১। এই বিশ্বাস রাখবে যে, গায়রুল্লাহর ইবাদত বাতিল। গায়রুল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব বর্জন ও অপছন্দ করবে।

২। গায়রুল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বকারীকে কাফের জানবে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

 প্রধান প্রধান তাগূতের নমুনা

(১) ইবলীস (শয়তান)। (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।)

(২) আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত (পূজা) করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে।

(৩) যে নিজের ইবাদত (পূজা) করার উদ্দেশ্যে মানুষকে আহবান করে।

(৪) যে ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবী করে।

(৩) যে আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচার ও শাসন করে।

তিনটি মৌলনীতি

১। বান্দার নিজ প্রতিপালককে চেনা।

২। বান্দার নিজ দ্বীনকে জানা।

৩। বান্দার নিজ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা।

এগুলিই হল কবরের প্রশ্ন।

 প্রথম মৌলনীতি ঃ বান্দার নিজ প্রতিপালককে চেনা

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

১। আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি আমাদেরকে এবং সারা বিশ্ব-জাহানকে নিজ নিয়ামত দিয়ে প্রতিপালন করছেন।

২। মহান আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই।

৩। আমরা আমাদের প্রতিপালককে তাঁর বড় বড় নিদর্শনাবলী ও সৃষ্টিকুল দেখে চিনেছি।

তাঁর কতিপয় নিদর্শন ঃ রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য।

তাঁর কতিপয় সৃষ্টি ঃ সাত আসমান, সাত যমীন এবং উভয়ের ভিতরে ও মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে।

 দ্বিতীয় মৌলনীতি ঃ বান্দার নিজ দ্বীনকে জানা

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

১। যে দ্বীন ছাড়া মহান আল্লাহর নিকট অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়, তা হল ইসলাম।

২। ইসলাম হল ঃ তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের সাথে তাঁর অনুবর্তী হওয়া এবং শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৩। দ্বীনের তিনটি পর্যায় ঃ

(ক) ইসলাম

(খ) ঈমান

(গ) ইহসান

 তৃতীয় মৌলনীতি ঃ বান্দার নিজ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

১। তাঁর নাম ও বংশ-তালিকা ঃ

তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম। আর হাশেম কুরাইশ হতে, কুরাইশ আরব হতে, আরব ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম আল-খালীলের বংশ হতে।

২। তাঁর বয়স

তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর, নবুঅতের পূর্বে ৪০ বছর এবং ২৩ বছর নবী ও রসূল অবস্থায়।

৩। তাঁর নবুঅত ও রিসালত

তিনি ‘ইক্বরা’ দিয়ে নবুঅত পেয়েছেন এবং ‘আল-মুদ্দাষ্‌যির’ দিয়ে রসূল হয়েছেন।

৪। তাঁর জন্মভূমি ও হিজরতভূমি

তাঁর জন্মভূমি ঃ মক্কা। হিজরতভূমি ঃ মদীনা।

৫। তাঁর দাওয়াতের বিষয়বস্তু

মহান আল্লাহ তাঁকে শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্য এবং তাওহীদের দিকে আহবান করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

□ এর সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক অর্থ ঃ ঢাকা ও গোপন করা

শরয়ী পরিভাষায় ঃ ইসলামের বিপরীতকে কুফ্‌রী বলে।

□ এর প্রকারভেদ ঃ

কুফ্‌রী দুই প্রকার---

১। কুফ্‌রে আকবার (সবচেয়ে বড় কুফরী)

২। কুফ্‌রে আসগার (সবচেয়ে ছোট কুফরী)

□ কুফ্‌রে আকবার

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর সংজ্ঞা

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান না আনা, চাহে তার সাথে মিথ্যায়ন থাক বা না থাক।

(খ) এর বিধান

কুফ্‌রী দ্বীন ও মিল্লাত থেকে খারিজ ক’রে দেয়।

(গ) এর প্রকারভেদ (৫টি)

১। মিথ্যাজ্ঞান করার কুফ্‌রী

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ] (٦٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? *(আনকাবূত ঃ ৬৮)*

২। সত্যজ্ঞান করা সত্ত্বেও অস্বীকার ও অহংকার করার কুফ্‌রী

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ] (٣٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদাহ কর।' তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ করল না; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রদর্শন করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল। *(বাক্বারাহ ঃ ৩৪)*

৩। সন্দেহ করার কুফ্‌রী বা ধারণা করার কুফরী

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنقَلَباً (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (٣٧) لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً] (٣٨) سورة الكهف

অর্থাৎ, এভাবে নিজের প্রতি যুলুম ক'রে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' উত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে বীর্য হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।' *(কাহফ ঃ ৩৫-৩৮)*

৪। বৈমুখ হওয়ার কুফ্‌রী

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ] (٣) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(আহক্বাফ ঃ ৩)*

৫। মুনাফিক্বী বা কপটতার কুফরী

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ] (٣) المنافقون

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর ক'রে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না। *(মুনাফিক্বূন ঃ ৩)*

 কুফ্‌রে আসগার

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর সংজ্ঞা ঃ

প্রত্যেক সেই অবাধ্যাচরণ, কুরআন ও হাদীসে যাকে 'কুফ্‌রী' বলে অভিহিত করা হয়েছে, অথচ তা কুফ্‌রে আকবারের পর্যায়ে পৌঁছে না।

(খ) এর বিধান ঃ

হারাম ও কাবীরা গোনাহ। কিন্তু তা ইসলামের মিল্লত থেকে খারিজ ক'রে দেয় না।

(গ) এর কতিপয় উদাহরণ ঃ

১। নিয়ামত অস্বীকার করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ] (١١٢) سورة النحل

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। *(নাহল ঃ ১১২)*

২। মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেক্বী এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৩। অপরের বংশে খোঁটা দেওয়া।

৪। মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম ক'রে কান্না করা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

"মানুষের মধ্যে (প্রচলিত) দু'টি কর্ম কুফ্‌রী; বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতের শোকে মাতম করা।" *(মুসলিম)*

মুনাফিক্বী (কপটতা)

এর সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক অর্থ ঃ কোন জিনিসকে লুকিয়ে রাখা বা অস্পষ্ট রাখা।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ (মুখে ও কাজে)) ইসলাম প্রকাশ করা এবং (মনে) কুফরী ও কুটিলতা লুকিয়ে রাখা।

 মুনাফিক্বীর প্রকারভেদ ঃ

মুনাফিক্বী দুই প্রকার---

১। নিফাক্বে আকবার বা নিফাক্বে ই'তিক্বাদী (বড় বা বিশ্বাসগত মুনাফিক্বী)

২। নিফাক্বে আসগার বা নিফাক্বে আমালী (ছোট বা কর্মগত মুনাফিক্বী)

 নিফাক্বে ই'তিক্বাদী

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর সংজ্ঞা ঃ

এ হল সেই বড় মুনাফিক্বী, যাতে মুনাফিক্ব (মুখে ও কাজে) ইসলাম প্রকাশ করে এবং (মনে) কুফরী লুকিয়ে রাখে।

(খ) এর বিধান ঃ

এই মুনাফিক্বী বিলকুল দ্বীন থেকে খারিজ ক'রে দেয় এবং তার কর্তা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পায়।

(গ) এর প্রকারভেদ ঃ

 এই মুনাফিক্বী ৬ প্রকার---

১। রসূল ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করা।

২। রসূল ﷺ-এর আনীত (দ্বীনের) কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করা।

৩। রসূল ﷺ-কে ঘৃণা বা অপছন্দ করা।

৪। রসূল ﷺ-এর আনীত কিছু বিষয়কে ঘৃণা বা অপছন্দ করা।

৫। রসূল ﷺ-এর দ্বীনের অবনতিতে আনন্দিত হওয়া।

৬। রসূল ﷺ-এর দ্বীনের বিজয়ে মনঃক্ষুন্ন হওয়া।

 নিফাক্বে আমালী

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর সংজ্ঞা ঃ

হৃদয়ে ঈমান বাকী রেখে মুনাফিক্বদের কোন কোন আমল ক'রে ফেলা।

(খ) এর বিধান ঃ

এই মুনাফিক্বী ইসলামী মিল্লত থেকে খারিজ ক'রে দেয় না। কিন্তু তা করা হারাম

ও কাবীরা গোনাহ। এমন মানুষের ভিতরে ঈমান ও মুনাফিক্বী উভয়ই থাকে। তবে উক্ত আচরণ বেশি করার ফলে খাঁটি মুনাফিক্বে পরিণত হয়।

(গ) এর কতিপয় উদাহরণ ঃ

১। কথাবার্তায় মিথ্যা বলা।

২। ওয়াদা খেলাপ করা।

৩। আমানতে খিয়ানত করা।

৪। কলহের সময় অশ্লীল বলা।

৫। চুক্তি ভঙ্গ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। চুক্তি করলে ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় 'ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে' আছে।

৬। মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়তে শৈথিল্য করা।

৭। লোক-দেখিয়ে নেক কাজ করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَّ إِلاَّ قَلِيلاً] (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। *(নিসা ঃ ১৪২)*

অলা ও বারা

□ এর আভিধানিক অর্থ ঃ

'অলা; শব্দটির উৎপত্তি ولاية থেকে, যার অর্থ সম্প্রীতি।

'বারা' শব্দটি এর برى মাসদার, যার অর্থ কাটা। বলা হয়, برى القلم অর্থাৎ, সে কলম বা পেনসিল বাড়ালো বা কাটলো।

□ এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

'অলা' ঃ মুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, তাদেরকে সাহায্য করা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা এবং তাদের কাছাকাছি সহাবস্থান করা।

'বারা' ঃ কাফেরদেরকে ভাল না বাসা, তাদের নিকট থেকে দূরে থাকা এবং তাদের সহযোগিতা না করা।

□ 'অলা ও বারা'র গুরুত্ব

১। এটি হল ইসলামী আক্বীদার অন্যতম মৌলনীতি।

২। এটি ঈমানের সুদৃঢ় হাতল।

৩। এ হল ইব্রাহীম ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিল্লতের নীতি।

□ 'অলা'র প্রকারভেদ

১। তাওয়াল্লী

২। মুওয়ালাহ

□ তাওয়াল্লী

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর অর্থ ঃ

* শির্ক ও মুশরিক এবং কুফ্রী ও কাফেরকে অন্তরঙ্গ করা।

* কাফেরদেরকে মু'মিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

(খ) এর বিধান ঃ

এ কাজ কুফ্রে আকবার, যাতে মুসলিম মুর্তাদ হয়ে যায়।

(গ) এর দলীল ঃ

মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। *(মাইদাহ ঃ ৫১)*

□ মুওয়ালাহ

এ ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা অধ্যয়নযোগ্য---

(ক) এর অর্থ ঃ

পার্থিব স্বার্থে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের সহযোগিতা না করা। সহযোগিতা করলে 'তাওয়াল্লী' হয়ে যাবে।

(খ) এর বিধান

এ কাজও হারাম এবং কাবীরা গোনাহ।

(গ) এর দলীল ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء] (١) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। *(মুমতাহিনাহঃ ১)*

 কাফেরদের সাথে মুওয়ালাতের কিছু প্রতিচ্ছায়া

১। লেবাস-পোশাক ও কথাবার্তায় তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

২। ভ্রমণ ও প্রমোদের জন্য তাদের দেশে সফর করা।

৩। তাদের দেশে বসবাস করা এবং দ্বীন বাঁচানোর জন্য মুসলিম দেশে গিয়ে বসবাস না করা।

৪। তাদের তারীখ ব্যবহার করা, বিশেষ ক'রে যে তারীখ তাদের ঈদ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন খ্রিষ্টাব্দ পঞ্জিকা।

৫। তাদের ঈদ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, তা উদ্যাপন কল্পে তাদের সহযোগিতা করা, সেই উপলক্ষ্যে তাদেরকে মুবারকবাদ জানানো অথবা তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া।

৬। তাদের নামে (শিশুদের) নামকরণ করা।

 'অলা ও বারা'র ওয়াজেব পালনের ব্যাপারে মানুষের প্রকারভেদ

'অলা ও বারা'র ব্যাপারে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ-

প্রথম শ্রেণী ঃ যাদের প্রতি বিশুদ্ধভাবে কেবল ভালবাসা থাকে, তাতে কোন প্রকারের বিদ্বেষ থাকে না। আর তারা হল খাঁটি মু'মিনগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকে, তাতে কোন প্রকারের ভালবাসা থাকে না। আর তারা হল খাঁটি কাফেরগণ।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ যাদের প্রতি এক দিক দিয়ে ভালবাসা থাকে এবং অন্য দিক দিয়ে ঘৃণা থাকে। আর তারা হল পাপাচারী মু'মিনগণ। তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতি ভালবাসা থাকে। কিন্তু কুফরী ও শির্ক অপেক্ষা ছোট পাপের জন্য তাদের প্রতি ঘৃণা থাকে।

ইসলাম

 এর আভিধানিক অর্থ ঃ

আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার।

 শরয়ী পরিভাষায় ঃ

ইসলাম হল---

১। তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা।

২। আনুগেত্যর সাথে তাঁর অনুবর্তী হওয়া।

৩। শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

 আম ও খাস ইসলাম

(ক) আম বা ব্যাপকার্থে ইসলাম ঃ

যখন থেকে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তখন থেকে কিয়ামত অবধি বিধিবদ্ধ নিয়মে আল্লাহর ইবাদতকে 'ইসলাম' বলা হয়।

(খ) খাস বা বিশেষ অর্থে ইসলাম ঃ

বিশেষভাবে মুহাম্মাদ ﷺ যে শরীয়ত দিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

 ইসলামের আরকান

ইসলামের রুক্ন (বা স্তম্ভ) ৫টি ঃ

১। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযান মাসের রোযা রাখা।

৫। সামর্থ্যবান ব্যক্তির কা'বাগৃহের হজ্জ করা।

 ইসলামের রুক্ন দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

১। এমন রুক্ন বা স্তম্ভ, যা ব্যতিরেকে ইমারত গড়েই উঠবে না। একে 'বুনিয়াদি স্তম্ভ' বলা হয়।

 এমন রুক্ন ২টি ঃ

(ক) দুই (কালেমার) সাক্ষ্য

(খ) নামায কায়েম

২। এমন রুক্ন বা স্তম্ভ, যা ব্যতিরেকে ইমারত পূর্ণ হবে না। একে 'পরিপূরক স্তম্ভ' বলা হয়।

□ এমন স্তম্ভ ৩টি ঃ

১। যাকাত প্রদান।

২। রমযানের রোযা পালন।

৩। কা’বাগৃহের হজ্জ পালন।

□ ইসলামের রুক্‌নসমূহের দলীল ঃ

মহানবী □ বলেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

“ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি; (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং (৫) কাবাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী + মুসলিম)*

ঈমান

□ এর আভিধানিক অর্থ ঃ

বিশ্বাস, সত্যায়ন ও স্বীকার।

আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের নিকট ঈমান ঃ

১। অন্তরে বিশ্বাস করা।

২। মুখে উচ্চারণ করা।

৩। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা।

৪। আনুগত্যের ফলে বৃদ্ধি পায়।

৫। অবাধ্যাচরণের ফলে হ্রাস পায়।

□ ঈমানের আরকান

ঈমানের রুক্‌ন বা স্তম্ভ ৬টি ঃ

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান

২। ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান

৩। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

৪। রসূলগণের প্রতি ঈমান

৫। পরকালের প্রতি ঈমান

৬। তকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান

প্রত্যেক রুকনে যা সন্নিবিষ্ট আছে, তার বিবরণ

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান

এতে সন্নিবিষ্ট আছে ৪টি বিষয় ঃ

(ক) আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান

(খ) তাঁর প্রতিপালকত্বে ঈমান

(গ) তাঁর মা'বূদত্বে বা উপাস্যত্বে ঈমান

(ঘ) তাঁর নাম ও গুণাবলীতে ঈমান

২। ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান

এতেও সন্নিবিষ্ট আছে ৪টি বিষয় ঃ

(ক) তাঁদের অস্তিত্বে ঈমান

(খ) যাঁদের নাম আমরা জানি, তাঁদের প্রতি ঈমান। যেমন, জিবরীল। এবং যাঁদের নাম জানি না, তাঁদের প্রতিও ইজমালী ঈমান।

(গ) তাঁদের জানা গুণাবলীর প্রতি ঈমান

(ঘ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁরা যে সব কর্ম সম্পাদন করেন বলে জানি, তার প্রতি ঈমান।

৩। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

এতেও ৪টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে ঃ

(ক) এই বিশ্বাস যে, সকল কিতাব আল্লাহর নিকট থেকে যথাযথভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

(খ) তার মধ্যে যে সকল কিতাবের নাম সম্বন্ধে আমরা অবগত, তার প্রতি ঈমান। যেমন ঃ কুরআন, তাওরাত, যবূর, ইনজীল।

(গ) কুরআনে বর্ণিত সকল খবর এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে সকল খবর অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং আমাদের শরীয়তে তা শুদ্ধভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রতি ঈমান।

(ঘ) কিতাবে বর্ণিত অরহিত সকল নির্দেশের উপর আমল করা এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া; চাহে আমরা তার পশ্চাতে নিহিত কোন কারণ বা যুক্তি বুঝি অথবা না বুঝি। আর জ্ঞাতব্য যে, কুরআন দ্বারা পূর্বের সকল কিতাব রহিত হয়ে গেছে।

৪। রসূলগণের প্রতি ঈমান

এতেও ৪টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে ঃ

(ক) এই বিশ্বাস যে, তাঁদের রিসালত আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য। সুতরাং তাঁদের কারো একজনের রিসালাতের প্রতি অবিশ্বাস করলে, সকল রসূলকে অবিশ্বাস করা হয়।

(খ) যাঁদের নাম আমরা জানি, তাঁদের প্রতি ঈমান। যেমন, মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, নূহ (আলাইহিমুস সালাম)। এবং যাঁদের নাম জানি না, তাঁদের প্রতিও

ইজমালী ঈমান।

(গ) তাঁদের যে সকল খবর শুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তা সত্য বলে জানা।

(ঘ) যাঁকে আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর শরীয়তের উপর আমল করা। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ, যিনি শেষ নবী এবং সকল মানুষের জন্য প্রেরিত।

৫। পরকালের প্রতি ঈমান

এতেও ৩টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে ঃ

(ক) পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান

(খ) হিসাব ও বদলার প্রতি ঈমান

(গ) জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান

মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে---যেমন, কবরের পরীক্ষা, আযাব ও শান্তি---ইত্যাদি পরকালের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৬। তকদীরের প্রতি ঈমান

এতে ৪টি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে ঃ

(ক) এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহর প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে ইজমালী ও তফসীলী খবর জেনেছেন।

(খ) এই বিশ্বাস যে, সেই খবর তিনি 'লাওহে মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

(গ) এই বিশ্বাস যে, সকল সৃষ্টির ঘটন-অঘটন আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

(ঘ) এই বিশ্বাস যে, এই বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর সত্তা, গুণ ও বিচরণ-ক্ষমতা মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

 ঈমানের ৬টি রুকনের দলীল

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ] (١٧٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৭)*

২। তিনি আরো বলেছেন,

[إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ] (٤٩) سورة القمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। *(ক্বামার ঃ ৪৯)*

৩। জিবরীলের হাদীসে বর্ণিত যে, যখন তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমাকে 'ঈমান' সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" *(মুসলিম)*

ইহসান

এর সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক অর্থ ঃ ভাল করা।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ধ্যানে রাখা।

ইহসানের রুক্‌ন

এর রুক্‌ন একটি ঃ

আর তা হল, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। কিন্তু যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।(---এই মনে করা।)

ইহসানের প্রকারভেদ

ইহসান দুই প্রকার ঃ

১। সৃষ্টির প্রতি ইহসান

আর তা হবে ৪টি বিষয়ে উপকার সাধনের মাধ্যমে ঃ

(ক) ধন (খ) পদ (গ) শিক্ষা (ঘ) দেহ

২। স্রষ্টার ইবাদতে ইহসান

এর রয়েছে দু'টি পর্যায় ঃ

(ক) আল্লাহকে দর্শন করার মতো অনুভূতি পর্যায়। (এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ।) এটি উভয়ের মধ্যে উচ্চতর পর্যায়।

(খ) ধ্যানে-মনে রাখার পর্যায়। (যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।---এই মনে করা।)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ] (١٢٨) سورة النحل

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। *(নাহল ঃ ১২৮)*

জিবরীলের হাদীসে বর্ণিত যে, যখন তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন।" তিনি বললেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

"এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। কিন্তু যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন।" *(মুসলিম)*

 ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের পারস্পরিক সম্পর্ক

প্রথমতঃ- উক্ত ৩টি শব্দ একত্রে উল্লিখিত হলে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হবে। আর তখন---

(ক) ইসলাম বলতে উদ্দেশ্য হবে ঃ বাহ্যিক কর্মাবলী।

(খ) ঈমান বলতে উদ্দেশ্য হবে ঃ অদৃশ্য বিষয়াবলী।

(গ) ইহসান বলতে উদ্দেশ্য হবে ঃ দ্বীনের সর্বোচ্চ পর্যায়।

দ্বিতীয়তঃ- উক্ত তিনটি শব্দ পৃথক পৃথক উল্লিখিত হলে তার ব্যাপার স্বতন্ত্র হবে। সুতরাং

(ক) ইসলাম পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে তাতে ঈমানও শামিল থাকবে।

(খ) ঈমান পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে তাতে ইসলামও শামিল থাকবে।

(গ) ইহসান পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে তাতে ইসলাম ও ঈমানও শামিল থাকবে।

ইবাদত

 এর সংজ্ঞা ঃ

আভিধানিক অর্থ ঃ হীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করা।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজের ব্যাপক নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

ভারপ্রাপ্ত মুসলিমদের শরীয়তের কর্তব্য পালনকে 'ইবাদত' (দাসত্ব) বলার কারণ---যেহেতু তারা তা হীনতা ও বশ্যতা স্বীকারের সাথে নিয়মিত পালন ক'রে থাকে।

 ইবাদতের আরকান

ইবাদতের রুক্ন ৩টি ঃ

১। ভালবাসা

২। ভয়

৩। আশা

 ইবাদত শুদ্ধ ও কবুল হওয়ার শর্তাবলী

এই শর্ত ২টি ঃ

১। ইখলাস

এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] (٥) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(বাইয়িনাহ ঃ ৫)*

২। নবী ﷺ-এর অনুসরণ

এর দলীল ঃ তিনি বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে; যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮ নং)*

 ইবাদত (দাসত্ব) দুই প্রকার

১। সৃষ্টিগত ইবাদত

২। শরয়ী ইবাদত

 সৃষ্টিগত ইবাদত

এর সংজ্ঞা ঃ আল্লাহর সৃষ্টিগত নির্দেশের অধীন হওয়া।

এই ইবাদতে সারা সৃষ্টি শামিল, কেউ তার বাইরে নয়। মু'মিন-কাফের, নেককার-বদকার সকলেই তাঁর দাসত্ব করে।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا] (٩٣) سورة مريم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। *(মারয়্যাম ঃ ৯৩)*

 শরয়ী ইবাদত ঃ

এর সংজ্ঞা ঃ আল্লাহর শরয়ী নির্দেশের অধীন হওয়া।

আর এ কাজ কেবল তার জন্য নির্দিষ্ট, যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং রসূল ﷺ-এর আনীত শরীয়তের অনুসরণ করে।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا] (٦٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। *(ফুরক্বান ঃ ৬৩)*

'তাওহীদুল ইবাদাহ'র ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি

 নীতির শব্দাবলী ঃ

"যে কাজ ইবাদত বলে প্রমাণিত, তা আল্লাহর জন্য নিবেদন করা ইবাদত এবং গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা শির্ক।"

 এই নীতির দলীল ঃ

এর অনেক দলীল আছে, তন্মধ্যে যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ-

[وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا] (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। *(নিসা ঃ ৩৬)*

[وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ] (٢٣) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২৩)*

[قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا] (١٥١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, এসো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই যে, তোমরা কোন কিছুকে তাঁর অংশী করবে না। *(আনআম ঃ ১৫১)*

উদাহরণ ঃ

দুআ করা একটি ইবাদত-----তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা শির্ক।
ভয় করা একটি ইবাদত----তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা শির্ক।
যবেহ করা একটি ইবাদত----তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা শির্ক।
নযর মানা একটি ইবাদত----তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা শির্ক।

ভালবাসার প্রকারভেদ

ভালবাসা ৪ ভাগে বিভক্ত ঃ-

১। ইবাদত

আর তা হল আল্লাহকে ভালবাসা

এবং আল্লাহ যা ভালবাসেন, তা ভালবাসা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ] (١٦٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। *(বাক্বারাহঃ ১৬৫)*

২। শির্ক

আর তা হল গায়রুল্লাহকে সেই হীনতা ও তা'যীমের সাথে ভালবাসা, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ] (١٦٥) البقرة

অর্থাৎ, আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে। *(বাক্বারাহঃ ১৬৫)*

৩। গোনাহর কাজ

আর তা হল বিভিন্ন পাপ কাজ, বিদআত ও অবৈধ বস্তুকে ভালবাসা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] (١٩) سورة النـور

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(নূরঃ ১৯)*

৪। বৈধ ভালবাসা

প্রকৃতিগত ভালবাসা, যেমন সন্তান, স্ত্রী, নিজের প্রাণ ইত্যাদিকে ভালবাসা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ] (١٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত)

ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৪)*

 এর সংজ্ঞা

তা এমন এক উদ্বেগ, যা ধ্বংস, ক্ষতি বা কষ্টের আশঙ্কায় হয়ে থাকে।

 ভয়ের প্রকারভেদ

১। শির্কে আকবার

তা হল গুপ্ত ভয় ঃ গায়রুল্লাহকে এমন বিষয়ে ভয় করা, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নেই।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] (١٧٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর। *(আলে ইমরান ঃ ১৭৫)*

২। হারাম

মানুষের ভয়ে কোন ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ করা অথবা কোন হারাম কর্ম সম্পাদন করা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ] (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর। *(মাইদাহ ঃ ৪৪)*

৩। বৈধ

প্রকৃতিগত ভয় বৈধ। যেমন বাঘ, শত্রু, অত্যাচারী শাসক ইত্যাদিকে ভয় করা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ] (١٨) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার (মূসার) প্রভাত হল। *(ক্বাস্বাস ঃ ১৮)*

৪। ইবাদত

কেবল শরীকবিহীন আল্লাহকে ভয় করা।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ] (٤٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। *(রাহমান ঃ ৪৬)*

 আল্লাহকে ভয় করার প্রকারভেদ

তা দুই প্রকার ঃ

১। প্রশংনীয়

আর তা হল সেই ভয়, যা তোমার ও তোমার পাপাচরণের মাঝে অন্তরায় হয় এবং তোমাকে ওয়াজেব কর্ম করতে ও হারাম কর্ম বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে।

২। নিন্দনীয়

আর তা হল সেই ভয়, যা বান্দাকে আল্লাহর করুণা হতে হতাশ ও নিরাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

 এর সংজ্ঞা

তা হল কোন বস্তুর প্রতি লোভ বা আকাঙ্ক্ষা করা, প্রিয় জিনিসের প্রতীক্ষা করা।

 এর প্রকারভেদ

আশা ৩ প্রকার ঃ

১। ইবাদত

আর তা হল কেবল শরীকবিহীন আল্লাহর কাছে আশা করা।

এটিও ২ প্রকার ঃ

(ক) প্রশংনীয়

আমল ও আনুগত্য করার সাথে আশা করা।

(খ) নিন্দনীয়

আমল ও আনুগত্য না করেই আশা করা।

২। শির্ক

গায়রুল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা রাখা, যা পূরণ করার মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়।

৩। বৈধ

প্রকৃতিগত আশা। কোন ব্যক্তির কাছে এমন আশা করা, যা সে পূরণ করতে

পারবে। যেমন কাউকে বলা, 'আশা করি তুমি আসবে।'

 আশার দলীল

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا]

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে। *(কাহ্‌ফ ঃ ১১০)*

ভরসা

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ সোপর্দ করা, নির্ভর করা

শরয়ী পরিভাষায় ঃ একমাত্র আল্লাহর উপর হৃদয়ের ভরসা রাখা।

 শরয়ী ভরসা

যাতে ৩টি কর্ম একত্রিত হয় ঃ-

১। আল্লাহর উপর প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার নির্ভর করা।

২। আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা এবং এই বিশ্বাস করা যে, সকল বিষয় আল্লাহর হাতে।

৩। বৈধ অসীলা ব্যবহার করা। (তদবীর করা।)

 ভরসার প্রকারভেদ

১। ইবাদত

একমাত্র শরীকবিহীন আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

২। শির্ক

গায়রুল্লাহর উপর এমন বিষয়ে ভরসা রাখা, যা মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য।

অথবা অসীলা ও কার্যকারণের উপর আংশিক অথবা পরিপূর্ণ ভরসা রাখা।

৩। বৈধ

তোমার পক্ষ থেকে কোন কাজ করতে কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে তার উপর নির্ভর করা, যে কাজ করার সাধ্য তার আছে।

 তাওয়াক্কুল ও তাওকীলের মাঝে পার্থক্য

তাওয়াক্কুল (ভরসা করা) হল অন্তরের গুপ্ত কর্ম।

আর তাওকীল (প্রতিনিধি বানানো) হল বাহ্যিক কর্ম।

তাওয়াক্কুল বা ভরসা রাখার দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ] (٢٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। *(মাইদাহ ঃ ২৩)*

দুআ

 দুআ করা ইবাদত

দুআ, প্রার্থনা বা আহবান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَة.

"দুআই হল ইবাদত।" *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا] (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। *(জ্বিন ঃ ১৮)*

 দুআর প্রকারভেদ

দুআ দুই প্রকার ঃ

১। দুআয়ে ইবাদাহ

আর তা হল প্রত্যেক সেই আমল, যার দ্বারা মানুষ তার প্রতিপালকের ইবাদত করে।

উদাহরণ ঃ

নামায, হজ্জ, সদক্বাহ, রোযা ইত্যাদি।

আমলকে 'দুআ' বলার কারণ এই যে, তাতে 'প্রার্থনা'র অর্থ আছে। যেহেতু মানুষ যখন ঐ সকল আমল করে, তখন তার মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা থাকে যে, তার অসীলায় তিনি যেন তাকে দয়া করেন এবং জান্নাত দান করেন।

২। দুআয়ে মাসআলাহ

যাতে প্রার্থনা ও চাওয়া থাকে।

উদাহরণ ঃ

হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া কর। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। ইত্যাদি।

 গায়রুল্লাহর কাছে দুআ

বিপদে গায়রুল্লাহকে ডাকা, আহবান করা অথবা কিছু চাওয়া শির্ক। যেহেতু দুআ ইবাদত। আর তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করা শির্ক। যে করে, সে মুশরিক ও কাফের।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ

[وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ] (١١٧) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করে, (অথচ) ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হবে না। *(মু'মিনূন ঃ ১১৭)*

রুক্বা (ঝাড়-ফুঁক)

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ রুক্বা رقية শব্দের বহুবচন। এর অর্থ রক্ষামন্ত্র।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ আয়াত, যিক্র ও দুআ, যা দিয়ে রোগী ঝাড়া হয়।

 এর প্রকারভেদ

ঝাড়-ফুঁক দুই প্রকার ঃ

১। বিধেয় ঝাড়-ফুঁক

২। অবৈধ ঝাড়-ফুঁক

 বিধেয় ঝাড়-ফুঁক

যাতে তিনটি শর্ত পূরণ হয়। এ বিষয়ে উলামাগণ একমত।

১। তা স্পষ্ট আরবী ভাষায় অর্থবোধক হতে হবে।

২। আল্লাহর কালাম, তাঁর নাম অথবা গুণাবলী দ্বারা হতে হবে।

৩। তার উপর বিলকুল ভরসা করা যাবে না। বরং এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়-ফুঁক সরাসরি কোন প্রভাব আনে না; আল্লাহর তকদীর অনুসারেই প্রভাব আসে।

 অবৈধ ঝাড়-ফুঁক

উপর্যুক্ত বিধেয় ঝাড়-ফুঁকের শর্তাবলীর মধ্যে এক অথবা একাধিক শর্ত অপূর্ণ হলে, অবৈধ গণ্য হবে।

 হাদীস থেকে ঝাড়-ফুঁকের দলীল

আল্লাহর রসূল বলেছেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

"নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ)*

তিনি আরো বলেছেন,

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.

"তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রগুলি আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করায় দোষ নেই; যতক্ষণ তাতে শির্ক না থাকে।" *(মুসলিম)*

তামায়েম (তাবীয-কবচ)

 এর সংজ্ঞা

অভিধানে ঃ (তামায়েম) তামীমাহ শব্দের বহুবচন।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ বদ-নজর ইত্যাদি দূর করার উদ্দেশ্যে শিশু প্রভৃতির গলা ইত্যাদিতে যা লটকানো হয়।

 এর প্রকারভেদ

তাবীয দুই প্রকার ঃ

১। কুরআনী আয়াত অথবা নববী দুআ দ্বারা লিখিত।

সঠিক এই যে, এমন তাবীয ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ৩টি কারণে ঃ-

(ক) তাবীয ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক, তার পৃথক নির্দেশ আসেনি।

(খ) যাতে শির্কের চোরাপথ বন্ধ হয় এবং অবৈধ তাবীযও ব্যবহার করার পথ খোলা না যায়।

(গ) আয়াত ও হাদীস অবমাননার শিকার হবে, যখন ব্যবহারকারী তা নিয়ে বাথরুম প্রবেশ করবে (অনুরূপ অপবিত্র হবে) ইত্যাদি।

২। কুরআনী আয়াত ও নববী দুআ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তৈরি তাবীয।

যেমন জ্বিন-শয়তানদের নাম লিখে অথবা তেলেস্মাতি অবোধ্য হিজিবিজি লিখে (অথবা পশু-পক্ষীর লোম, পালক, হাড় বা জড়িবুটি ভরে) বানানো তাবীয বিলকুল হারাম। এ তাবীয ব্যবহার করা শির্ক। যেহেতু তাতে গায়রুল্লাহর কাছে নিরাময়-আশায় মন আশাধারী থাকে।

 সারসংক্ষেপ

সকল প্রকার তাবীয-কবচ ব্যবহার করা হারাম, চাহে তা কুরআনী আয়াত দ্বারা বানানো হোক অথবা অন্য কিছু দিয়ে। অবশ্য অন্য কিছু দ্বারা বানানো হলে তা

ব্যবহার করা হারাম ও শির্ক।

এর দলীল ঃ আল্লাহর রসূল বলেছেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

"নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ)*

তাবার্রুক

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ কোন জিনিসের আধিক্য বা প্রাচুর্য।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ কোন বস্তুতে বর্কত কামনা করা, বর্কতের আশা করা অথবা বিশ্বাস করা।

 তাবার্রুকের প্রকারভেদ

তাবার্রুক ২ প্রকার ঃ

১। বিধেয়

২। অবৈধ

১। বিধেয় তাবার্রুক

(ক) নবী ﷺ-এর দেহ বা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জিনিস (চুল, পোশাক ইত্যাদি) নিয়ে বর্কত গ্রহণ।

অবশ্য এ তাবার্রুক তাঁর জীবদ্দশাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(খ) শরী-সম্মত এমন কিছু কথা ও কাজ দ্বারা বর্কত কামনা করা, যা ব্যবহার করলে বান্দা কল্যাণ ও প্রাচুর্য লাভ করতে পারে।

যেমন কুরআন পাঠ, আল্লাহর যিক্র ও ইল্মী মজলিসে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

(গ) আল্লাহ বর্কত রেখেছেন এমন জায়গায় বর্কত কামনা করা।

যেমন, মসজিদ, (দেশের মধ্যে) মক্কা, মদীনা ও শাম।

এর দ্বারা বর্কত গ্রহণ করার অর্থ ঃ এ সকল স্থানে বিধেয় কল্যাণমূলক কর্ম ক'রে বর্কত লাভ করা। এর মাটি, দেওয়াল, স্তম্ভ ইত্যাদি ছুঁয়ে বর্কত নেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

(ঘ) আল্লাহ যে সময়-কালে অতিরিক্ত মঙ্গল ও বর্কত রেখেছেন, সে সময়-কাল দ্বারা বর্কত গ্রহণ করা।

যেমন, রমযান মাস, যুলহজ্জের প্রথম ১০ দিন, শবেকদর, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি।

এ সব সময়ে তাবার্রুক নেওয়া হবে বিধেয় কল্যাণমূলক কর্ম এবং আল্লাহর

ইবাদত ক'রে।

(ঙ) যে খাদ্যে আল্লাহ বর্কত রেখেছেন, সে খাদ্য দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ। যেমন, যয়তুন তেল, মধু, দুধ, কালো জিরা, যমযমের পানি ইত্যাদি।

২। অবৈধ তাবার্রুক

(ক) স্থান ও জড়পদার্থ দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ।

যেমন ঃ

* (প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত) বর্কতময় স্থানের দেওয়াল ইত্যাদি স্পর্শ ক'রে, দরজা, জানালা বা খুঁটি চুম্বন ক'রে অথবা মাটি গায়ে মেখে বা খেয়ে আরোগ্য কামনা করা।

* নেক লোকেদের কবর বা মাযার দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ।

* ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ, যেমন নবী ﷺ-এর জন্মস্থান, হিরা গুহা, সওর গুহা প্রভৃতি।

(খ) সময়-কাল দ্বারা অবৈধ তাবার্রুক গ্রহণ।

* শরীয়তে প্রমাণিত বর্কতময় সময়ে অবিধেয় বা বিদআতী ইবাদত করা।

* এমন দিন-সময় দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করা, যার বর্কতময়তা শরীয়তে প্রমাণিত নয়।

যেমন ঃ নবী ﷺ-এর জন্মদিন (নবীদিবস), শবেমি'রাজ, শবেবরাত অথবা ঐতিহাসিক কোন স্মরণীয় দিন বা রাত।

(গ) নেক লোকেদের দেহ বা ত্যক্ত বস্তু দ্বারা অবৈধ তাবার্রুক গ্রহণ।

কোন মানুষের দেহ দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেবল বিশেষভাবে নবী ﷺ-এর দেহ ও ত্যক্ত জিনিস দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ শুধু তাঁর জীবদ্দশায় বৈধ ছিল।

 তাবার্রুক সংক্রান্ত জরুরী কিছু নীতি

১। তাবার্রুক হল ইবাদত। আর যে কোন ইবাদত আসলে নিষিদ্ধ, যতক্ষণ তার বিধিবদ্ধতার দলীল না পাওয়া যাবে।

২। সকল প্রকার বর্কত কেবল আল্লাহর তরফ থেকে আসে। তিনিই বর্কতের মালিক, তিনিই বর্কতদাতা। সুতরাং তা অন্যের কাছে কামনা করা বৈধ নয়।

৩। যে জিনিসের বর্কত প্রমাণিত, তার দ্বারা তাবার্রুক কেবল সেই তওহীদবাদী মু'মিনকে উপকৃত করবে, যে আল্লাহ ও রসূল ﷺ-এর প্রতি সঠিক ঈমান রাখে।

৪। যে জিনিসের বর্কত শরীয়তে প্রমাণিত, তার দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ করতে হবে শরয়ী পদ্ধতি অনুসারে। তাতে এমন রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার করা যাবে না, যা পূর্ববর্তী সলফগণ ব্যবহার ক'রে যাননি।

কার্যকারণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় নীতি

১। কার্যকারণ ব্যবহারকারীর জন্য ওয়াজেব, কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা, খোদ কার্যকারণের উপর নয়। যেহেতু মহান আল্লাহই কার্যকারণের সৃষ্টিকর্তা ও সংঘটক।

২। জানতে হবে যে, সকল কার্যকারণ আল্লাহর তকদীর ও ফায়সালার সাথে আবদ্ধ।

৩। কোন জিনিসের কার্যকারণ প্রমাণ করার উপায় (২টি) ঃ

(ক) শরয়ী উপায়

যেমন ঃ মধু রোগ নিরাময়ের কারণ। তার প্রমাণ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ] (٦٩) سورة النحل

অর্থাৎ, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগমুক্তি। *(নাহল ঃ ৬৯)*

(খ) অভিজ্ঞতা ও অনুমান (বা বৈজ্ঞানিক) উপায়

যেমন ঃ আগুন পুড়ে যাওয়ার কারণ।

অবশ্য কোন জিনিসের কার্যকারণ প্রমাণ করতে হাতে-কলমের অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট প্রমাণ হতে হবে। নচেৎ অস্পষ্ট প্রমাণ কেবল দাবী ও অমূলক ধারণা হতে পারে। যেমন এই ধারণা যে, (লোহা বা তামার) বালা পরলে বদ-নজর দূর হয়।

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ অসীলা বা মাধ্যম, যার দ্বারা কোন জিনিস পর্যন্ত পৌঁছনো যায়, বা তার নৈকট্য লাভ করা যায়।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ বিধেয় কোন মাধ্যম গ্রহণ করা, যা মহান আল্লাহর নৈকট্য দান করে।

 এর প্রকারভেদ

অসীলা ২ প্রকার ঃ

১। বিধেয় অসীলা গ্রহণ

২। অবৈধ অসীলা গ্রহণ

 বিধেয় অসীলা গ্রহণ

৩ প্রকার ঃ

১। মহান আল্লাহর কোন নাম বা গুণের অসীলা গ্রহণ।

২। দুআকারীর কৃত কোন নেক আমলের অসীলা গ্রহণ।

৩। কোন জীবিত নেক লোকের দুআর অসীলা গ্রহণ।

 অবৈধ অসীলা গ্রহণ

উপরে উল্লিখিত বিধেয় ৩ প্রকার অসীলা ছাড়া অন্য কিছুর অসীলা গ্রহণ। যেমনঃ

১। কোন ব্যক্তির মর্যাদার অসীলা ধরে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা।

২। আওলিয়া ও বুযুর্গদের নামে নযর মানা, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করা।

৩। আওলিয়ার আত্মার উদ্দেশ্যে যবেহ করা এবং তাঁদের কবরের পাশে অবস্থান করা।

যবেহ

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ বিদীর্ণ করা অথবা অনুরূপ কোন অর্থ।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কারো সম্মান প্রদর্শন অথবা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ বধ ক'রে রক্ত প্রবাহিত করা।

 এর প্রকারভেদ

যবেহ ৩ প্রকার ঃ

১। বিধেয় যবেহ

২। বৈধ যবেহ

৩। শির্কী যবেহ

প্রথমতঃ বিধেয় যবেহ

যেমন,

১। কুরবানীর পশু যবেহ।

২। আল্লাহর উদ্দেশ্যে নযর মানা পশু যবেহ।

৩। হজ্জের হাদ্ই (কুরবানী) যবেহ।

৪। হজ্জ-উমরার ফিদ্য়াহ (দম) যবেহ।

৫। শিশুর আক্বীক্বা যবেহ।

৬। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সাদকা স্বরূপ পশু যবেহ।

৭। মেহমানের খাতির করতে পশু যবেহ।

দ্বিতীয়তঃ বৈধ যবেহ

যেমন,

১। মাংস বিক্রির জন্য কসাইয়ের পশু যবেহ করা।

২। মাংস খাওয়ার জন্য যবেহ করা।

তৃতীয়তঃ শির্কী যবেহ

যেমন,

১। মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু বলিদান করা।

২। জ্বিনের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা।

৩। কবর বা মাযারের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা।

৪। জ্বিন থেকে রক্ষা পেতে নতুন বাড়িতে বাস শুরু করার আগে পশু যবেহ করা।

৫। বর-কনে বাড়ি প্রবেশের আগে পশু যবেহ করা এবং তার রক্তের উপর উভয়ের চলা।

৬। আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা; কিন্তু অন্যের নাম উচ্চারণ ক'রে।

□ সারকথা ঃ

১। যবেহ এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত। তা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা শির্ক। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

[قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] (١٦٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। *(আনআমঃ ১৬২)*

২। গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ শির্কে আকবার বলে গণ্য এবং তার কর্তা অভিশপ্ত। নবী ﷺ বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.

"আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন, যে গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করে।" *(মুসলিম)*

□ এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ বাধ্য করা

পারিভাষিক অর্থ ঃ কারো তা'যীমে ভারপ্রাপ্ত মানুষের কোন আনুগত্য করতে নিজেকে বাধ্য করা, যা করতে সে বাধ্য ছিল না।

□ নযর মানা ইবাদত

জেনে রাখো যে, নযর মানা একমাত্র আল্লাহর একটি ইবাদত, যা গায়রুল্লাহর

জন্য নিবেদন করা যাবে না। যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর জন্য তা নিবেদন করবে, সে বড় শির্ক করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يُوفُونَ بِالنَّذْرِ] (٧) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তারা মানত পূর্ণ করে। *(দাহর ঃ ৭)*

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নযর মানবে, তার জন্য তা পূরণ করা বৈধ নয়।

 নযর মানা শির্ক কখন?

যখন কোন মানুষ গায়রুল্লাহর নামে তার তা'যীম প্রদর্শন ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে বা করতে নিজেকে বাধ্য করে, তখন তা শির্ক হয়। যেমন ঃ

১। আল্লাহ যদি আমার রোগীকে সুস্থ ক'রে দেয়, তাহলে অমুক অলীর মাযারে এত খাসি দেব, অথবা টাকা দেব।

২। আমার সন্তান হলে অমুক অলীর মাযারে (গরু বা খাসি) যবেহ করব।

৩। অমুক অলী বা জ্বিনের নামে নযর মানছি, তিনটি (খাসি বা মুরগী) যবেহ করব।

৪। অনুরূপ মূর্তির নামে নযর মানা।

৫। চন্দ্র-সূর্যের নামে নযর মানা। (কুমির বা কচ্ছপের নামে নযর মানা।)

ইস্তিআনাহ, ইস্তিগাযাহ ও ইস্তিআযাহ

 এ সবের অর্থ ঃ

ইস্তিআনাহ ঃ সাহায্য প্রার্থনা করা।

ইস্তিগাযাহ ঃ বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া।

ইস্তিআযাহ ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা।

 উক্ত ৩টি কর্ম ইবাদত, তার দলীল ঃ

ইস্তিআনাহ ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। *(ফাতিহাহ ঃ ৫)*

ইস্তিগাযাহ ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ] (٩) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা

করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রেছিলেন। *(আনফাল ঃ ৯)*

ইস্তিআযাহ ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ] (١) سورة الناس

অর্থাৎ, বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট। *(নাস ঃ ১)*

 গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা, বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করার বিধান

এর বিধান ২টি ঃ

এক ঃ বৈধ ঃ যদি তাতে ৪টি শর্ত পূরণ হয় ঃ

(ক) যে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা, যে বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া বা যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে ২টি শর্ত ঃ

১। তা যেন আল্লাহর বৈশিষ্ট্য না হয়।

২। তা দান করার ক্ষমতা যেন সৃষ্টির থাকে।

(খ) যার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, যে বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া ও যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে ২টি শর্ত ঃ

১। সে যেন জীবিত থাকে।

২। সে যেন সামনে উপস্থিত থাকে।

দুই ঃ শির্ক

পূর্বে উল্লিখিত একটা শর্ত পূর্ণ না হলেই শির্কে পরিণত হবে।

শাফাআত

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ শাফাআত শব্দটি شفع يشفع এর মাসদার। যার মানে কোন জিনিসকে দু'টো করা। শাফা' হল বিত্‌রের বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থে ঃ কোন কল্যাণ আনয়ন বা অকল্যাণ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অপরের মধ্যস্থতা করা। (সুপারিশ করা।)

 শাফাআতের প্রকারভেদ

১। অচল সুপারিশ (যা কিয়ামতে চলবে না)।

২। সচল সুপারিশ (যা কিয়ামতে চলবে)।

 অচল সুপারিশ

(ক) এর সংজ্ঞা

যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো শক্তি নেই, সেই বিষয়ে গায়রুল্লাহর কাছে সুপারিশ চাওয়া।

(খ) এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ] (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৪)*

 সচল সুপারিশ

(ক) এর সংজ্ঞা

যে সুপারিশ আল্লাহর কাছে চাওয়া বা করা হবে।

(খ) এর শর্তাবলী

১। সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহর অনুমতি হবে।

২। সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

(গ) এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

[مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ] (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৫)*

[وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى] (٢٦) سورة النجم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশ্তা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। *(নাজম ঃ ২৬)*

 সুপারিশে সমর্থ কোন জীবিত ব্যক্তির নিকট সুপারিশ চাওয়ার বিধান

১। যদি তার নিকট কোন বিধেয় বা বৈধ জিনিস চাওয়া হয়, তাহলে তা বৈধ।

২। যদি তার নিকট এমন কিছু চাওয়া হয়, যা দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, তাহলে তা শির্ক।

কবর যিয়ারত

 এটি ৩ প্রকার ঃ

১। শরয়ী (বিধেয়) যিয়ারত ঃ আর তা হবে ৩টি কারণে,

(ক) পরকালকে স্মরণ।

(খ) কবরবাসীদেরকে সালাম।

(গ) তাদের জন্য দুআ।

২। বিদআতী যিয়ারত

এমন যিয়ারত পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। আর তা শির্কের অন্যতম অসীলাও বটে। যেমন,

(ক) কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদত করার ইচ্ছায় যিয়ারত।

(খ) সেখানে বর্কত লাভের আশায় যিয়ারত।

(গ) কবরবাসীর জন্য ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে যিয়ারত।

(ঘ) যিয়ারতের উদ্দেশ্যে (দূর থেকে) সওয়ারীতে সফর করা। ইত্যাদি।

৩। শির্কী যিয়ারত

এমন যিয়ারত তাওহীদের বিলকুল পরিপন্থী। যেহেতু এতে কোন কোন ইবাদত কবরবাসীর জন্য নিবেদন করা হয়। যেমন ঃ

(ক) আল্লাহকে ছেড়ে কবর-ওয়ালার নিকট প্রার্থনা করা, তাকে আহবান করা।

(খ) তার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা, বিপদে তাকে ডাকা।

(গ) তার উদ্দেশ্যে যবেহ করা, তার নামে নযর মানা। (সিজদা করা, তাওয়াফ করা) ইত্যাদি।

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ যার কার্যকারণ গুপ্ত থাকে।

পারিভাষিক অর্থ ঃ মন্ত্রতন্ত্র, তাবীয-কবচ, জড়িবুটি বা ওষুধ, যা (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) দেহ-মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

 যাদুর প্রকারভেদ

যাদু ২ প্রকার ঃ

১। শির্কে আকবার

এ যাদু জ্বিন ও শয়তান দ্বারা করা হয়। যাদুকর যাদুকৃত ব্যক্তির উপর তাদেরকে প্রভাবশীল করার জন্য সে তাদের পূজা করে, (নৈবেদ্য পেশ ক'রে) তাদের নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে সিজদাও করে!

২। অন্যায় ও পাপাচার

এমন যাদু কোন জড়িবুটি বা ওষুধাদি দ্বারা করা হয়। এই শ্রেণীর যাদু, যা হাতের ভেল্কি দেখিয়ে এবং লোকচক্ষুকে ধোঁকা দিয়ে করা হয়। (যাকে ম্যাজিক বলা হয়।)

 যাদুকরের বিধান

(ক) যাদু প্রথম শ্রেণীর (শির্কী অভিচার) হলে সে কাফের। আর তার শাস্তি হল মুর্তাদ্দের ন্যায় হত্যা।

(খ) যাদু দ্বিতীয় শ্রেণীর (ভেল্কি) হলে সে কাফের হবে না। তবে সে ফাসেক গোনাহগার বলে গণ্য হবে। আত্মহমকি প্রতিরোধের পর্যায়ভুক্ত ক'রে রাষ্ট্রনেতা তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড দিতে পারেন।

যাদু করা কুফরীর দলীল ঃ মহান আল্লাহর এই বাণী,

[وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ] (١٠٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। *(বাক্বারাহ ঃ ১০২)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি যাদু শিখবে, করবে অথবা তাতে সম্মত হবে, সে ব্যক্তি কাফের ও মুর্তাদ্দ হয়ে যাবে।

নুশরাহর বিধান

'নুশরাহ'র অর্থ ঃ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির যাদু কাটানো।

তা হল ২ প্রকার ঃ

১। অনুরূপ যাদু দিয়ে যাদু কাটানো

এমন কাজ বৈধ নয়। এ কাজ শয়তানের।

২। শরয়ী ঝাড়ফুঁক, দুআ-যিক্র বা বৈধ ওষুধ দিয়ে যাদু কাটানো।

এ কাজ বৈধ। এতে কোন ক্ষতি নেই।

 যাদুকর সম্পর্কে অভিযোগ ও সতর্ক করার গুরুত্ব

যাদুকর সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করা এবং মানুষকে সতর্ক করা ওয়াজেব। যেহেতু তা মন্দ কাজে বাধাদান ও মুসলিম জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষার পর্যায়ভুক্ত।

□ যাদুকরের কতিপয় লক্ষণ

কোন ওঝা বা ফকীরের কাছে নিম্নোক্ত কোন একটা লক্ষণ পাওয়া গেলে, সে নিঃসন্দেহে যাদুকর ঃ-

১। সে রোগীকে তার নাম ও তার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করবে।

২। সে রোগীর ব্যবহৃত কোন জিনিস চাইবে। (যেমন জামা, গেঞ্জি, রুমাল ইত্যাদি)

৩। তেলেস্মাতি হিজিবিজি অবোধ্য লেখা লিখবে।

৪। অবোধ্য মন্ত্রতন্ত্র পাঠ ক'রে ঝাড়ফুঁক করবে।

৫। কখনো কখনো নির্দিষ্ট হুলিয়ার পশু আনতে বলবে এবং তা আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করবে। তার রক্ত রোগীর ব্যথা-বেদনার স্থানে লেপে দেবে অথবা কোন ধ্বংসাবশেষ পড়ো জায়গায় ফেলে আসবে।

৬। রোগীকে এমন তাবীয দেবে, যার ভিতরের কাগজে চতুর্ভুজে নানা অক্ষর বা সংখ্যা লেখা থাকবে।

৭। অবোধ্য বুলি আওড়াবে।

৮। রোগীকে কাগজের তাবীয দেবে, যা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া নাকে বা গায়ে নিতে বলবে।

৯। রোগীকে এমন কিছু জিনিস দেবে, যা কোন মাটিতে পুঁততে বলবে।

□ এর সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি জ্বিন ও শয়তানদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের খবর বলে থাকে।

□ অদৃশ্যজ্ঞ

যে ব্যক্তি গোপন পদ্ধতিতে বর্তমানের অদৃশ্য (যেমন চুরি বা নিখোঁজ হওয়া জিনিসের) খবর বলে থাকে।

□ গায়বী বা অদৃশ্য খবরের দাবী

এমন কাজ কুফরী। কেননা, তাতে আল-কুরআনের পুরো মিথ্যায়ন হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ] (٦٥) سورة النمل

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। *(নামল ঃ ৬৫)*

 অদৃশ্যজ্ঞদের প্রকারভেদ

১। যে ব্যক্তি জ্বিন দ্বারা গায়বী খবর বলে, তাকে 'কাহেন' (গণক) বলা হয়।

২। যে ব্যক্তি মাটিতে দাগ টেনে গায়বী খবর বলে, তাকে 'রাম্মাল' বলা হয়।

৩। যে ব্যক্তি নক্ষত্র দ্বারা গায়বী খবর বলে, তাকে 'মুনাজ্জিম' (জ্যোতিষী) বলা হয়।

৪। যে ব্যক্তি গোপন পদ্ধতিতে অদৃশ্যের খবর বলে থাকে, তাকে 'আর্রাফ' (অদৃশ্যজ্ঞ) বলা হয়।

 যাদুকর ও গনৎকারদের নিকট যাওয়ার বিধান

যারা তাদের নিকট যায় তারা ২ শ্রেণীর মানুষ ঃ

১। যে ব্যক্তি তাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু বিশ্বাস করে না।

তার এ কাজ হারাম ও কাবীরা গোনাহ। তার ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।

এর দলীল ঃ নবী বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' *(মুসলিম)*

অর্থাৎ, ঐ দিনগুলির নামাযের কোন সওয়াব হয় না।

২। যে ব্যক্তি তাদের নিকট এসে অদৃশ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে এবং তারা যা বলে, তাতে বিশ্বাসও করে।

সে ব্যক্তি এ কাজের জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ (কুরআনের) কাফের হয়ে যায়।

এর দলীল ঃ নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَد كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّد.

"যে ব্যক্তি কোন অদৃশ্যজ্ঞ বা গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ -এর অবতীর্ণ (কুরআনের) সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। (কারণ, কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেই গায়বের খবর জানে না।) *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং, হাকেম)*

ত্বিয়ারাহ

এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ 'ত্বিয়ারাহ' শব্দটি تطير থেকে গৃহীত। তার মানে ঃ কোন জিনিসকে কুলক্ষণ বলে ধারণা করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ কোন দেখা, শোনা অথবা জানা জিনিসের ফলে অশুভ ধারণার সৃষ্টি হওয়া।

 অশুভ ধারণা করার বিধান

অশুভ ধারণা তাওহীদের পরিপন্থী। আর তা দুইভাবে ঃ

১। অশুভ ধারণাকারী আল্লাহর প্রতি আস্থাহীন হয়ে গায়রুল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে।

২। তা এমন একটি বিষয়ের সাথে মনকে বাঁধা, যার কোন প্রকৃতত্বই নেই। বরং তা এক শ্রেণীর কল্পনা ও মনের ধোঁকা।

অশুভ ধারণা করা নিষেধ হওয়ার দলীল ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ] (١٣١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, শোন! তাদের অশুভ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। *(আ'রাফ ঃ ১৩১)*

নবী বলেছেন,

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ.

"রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই, সফর মাসেও অশুভ কিছু নেই।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরও বলেছেন,

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ.

"অশুভ লক্ষণ মানা শির্ক।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

 অশুভ ধারণাকারীর অবস্থা

এমন ব্যক্তির দুই অবস্থা হতে পারে ঃ

১। বিরত হবে এবং এই অশুভ ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্ম বর্জন করবে। আর এ হল সবচেয়ে বড় ধরনের অশুভ ধারণা ও নিরাশাবাদিতা।

২। অব্যাহত থাকবে, কিন্তু সে উদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত থাকবে। উক্ত কুলক্ষণের প্রতিক্রিয়াকে ভয় করবে। এটাও এক প্রকার নিরাশাবাদিতা, তবে পূর্বাপেক্ষা হাল্কা।

বলা বাহুল্য, উভয় অবস্থাই তাওহীদ অসম্পূর্ণতার প্রমাণ এবং বান্দার জন্য

ক্ষতিকর।

 যার মনে অশুভ লক্ষণ বাসা বেঁধেছে, তার প্রতিকার ঃ

সে বলবে,

اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِى بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ মঙ্গল আনতে পারে না এবং তুমি ছাড়া কেউ অমঙ্গল দূর করতে পারে না। আর তোমার তওফীক ছাড়া (কারো) নড়া-সরার শক্তি নেই। *(আবূ দাউদ, হাদীসটি দুর্বল)*

অনুরূপ বলবে,

اَللّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার (সৃষ্ট) অশুভ ছাড়া অন্য কিছু অশুভ নেই, তোমার মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। *(আহমাদ ২/২২০, সিঃ সহীহাহ ১০৬৫নং)*

তার পরেও তার উচিত,

১। কুলক্ষণ মানার অপকারিতা জানা।

২। মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩। আল্লাহর ফায়সালা ও তকদীরের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় করা।

৪। আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা।

৫। আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা (দু'রাকআত নামায পড়ে নির্দিষ্ট দুআর মাধ্যমে মঙ্গল প্রার্থনা) করা।

 নিষিদ্ধ কুলক্ষণ মানার মাত্রা

নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ.

"কুলক্ষণ হল তাই, যা তোমাকে (কোন কাজে) উদ্বুদ্ধ করে অথবা বিরত রাখে।" *(আহমাদ, হাদীসটি দুর্বল)*

(অর্থাৎ, মনের ভিতরে স্থান পেয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলে কুলক্ষণ মানার গন্ডিতে পড়বে না।)

 ফা'ল (শুভ লক্ষণ)

এর অর্থ ঃ কোন শুভ কথা শুনে মানুষের সুসংবাদ নেওয়া।

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি সফরে বের হচ্ছে। এমন সময় সে শুনল, 'হে সালেম!' (অর্থাৎ, হে নিরাপদ!) ফলে সে তাতে সুসংবাদ নিল (যে, তার সফর নিরাপদ হবে)।

এর বিধান ঃ বৈধ

এর দলীল ঃ নবী ﷺ বলেছেন,

وَيُعْجِبُنِى الْفَأْلُ.

"ফা'ল (শুভ লক্ষণ) আমার পছন্দ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

 ত্বিয়ারাহ ও ফা'লের মধ্যে পার্থক্য

ত্বিয়ারাহ (কুলক্ষণ মানা) ঃ আল্লাহর প্রতি কুধারণা করা, তাঁর অধিকার অন্যের জন্য নিবেদন করা এবং এমন সৃষ্টির সাথে মনকে বাঁধা, যে না কোন উপকার করতে পারে, না অপকার।

পক্ষান্তরে ফা'ল (শুভ লক্ষণ) গ্রহণ করা ঃ আল্লাহর প্রতি সুধারণা করা। আর তা প্রয়োজনীয় কিছু করতে ব্যাহত করে না।

তানজীম

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ نَجَّم এর মাসদার। যার অর্থ জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা অথবা নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ নক্ষত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন বিষয় নিরূপণ করা। (গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ করা।)

 জ্যোতির্বিদ্যার প্রকারভেদ

এটি ২ প্রকার ঃ

১। নিরূপণ ও প্রভাব বিদ্যা

২। কার্যকারণ ও সঞ্চারণ বিদ্যা

 নিরূপণ ও প্রভাব বিদ্যা ৩ প্রকার

(ক) এই বিশ্বাস যে, নক্ষত্ররাজির প্রভাবশালী কর্তৃত্ব আছে। (অর্থাৎ, তার ঘটন-অঘটনের সৃজন-ক্ষমতা আছে।) এ বিশ্বাস শির্কে আকবার।

(খ) নক্ষত্ররাজিকে এমন মাধ্যম মনে করা, যার দ্বারা অদৃশ্যের খবর জানা যায়। এমন মনে করা কুফরে আকবার।

(গ) এই বিশ্বাস যে, নক্ষত্ররাজি মঙ্গল-অমঙ্গল সংঘটনের কার্যকারণ। এমন

বিশ্বাস হারাম ও শির্কে আসগার।

 কার্যকারণ ও সঞ্চারণ বিদ্যা

এ বিদ্যা ২ প্রকার

১। নক্ষত্র-সঞ্চারণ লক্ষ্য ক'রে দ্বীনী কল্যাণ গ্রহণ করা। এটা বাঞ্ছনীয় কর্ম। যেমন ঃ নক্ষত্র দেখে ক্বিবলা নির্ণয় করা।

২। নক্ষত্র-সঞ্চারণ লক্ষ্য ক'রে পার্থিব কল্যাণ গ্রহণ করা।

আর তা হবে দুইভাবে ঃ-

(ক) নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করা। এ কাজ বৈধ।

(খ) নক্ষত্র দেখে ঋতু নির্ণয় করা। এ কাজ সঠিক মতে মকরূহ নয়।

নোট ঃ নক্ষত্র সৃষ্টির পশ্চাতে হিকমত

১। নক্ষত্র আকাশের সৌন্দর্য।

২। নক্ষত্র শয়তানদের প্রতি চাবুক।

৩। নক্ষত্র পথের দিশারী।

ইস্তিস্কা বিল-আনওয়া'

 এর অর্থ ঃ ইস্তিস্কা মানে বৃষ্টি কামনা করা।

আনওয়া' 'নাও'-এর বহুবচন। তার মানে নক্ষত্ররাজির কক্ষপথ। আর তা হল ২৮টি।

ইস্তিস্কা বিল-আনওয়া'-এর উদ্দেশ্য হল, নক্ষত্রের কক্ষপথের সাথে বৃষ্টির সম্বন্ধ জুড়া।

 এর প্রকারভেদ (৩ প্রকার)

১। শির্কে আকবার

এর ধরন ২টি ঃ-

(ক) সরাসরি নক্ষত্রের কাছেই বৃষ্টি কামনা ক'রে প্রার্থনা করা। যেমন বলা, 'হে অমুক নক্ষত্র! বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে অমুক নক্ষত্র! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।' ইত্যাদি।

(খ) বৃষ্টি বর্ষণের সম্বন্ধ ঐ নক্ষত্রগুলির সাথে জুড়া। অর্থাৎ, এই ধারণা করা যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই সেগুলিই বর্ষণের ক্ষমতা রাখে। যদিও সেগুলির কাছে প্রার্থনা না করা হয়।

২। শির্কে আসগার

যদি মনে করা হয় যে, ঐ নক্ষত্রগুলি বৃষ্টি বর্ষণের কারণ।

৩। বৈধ

যদি মনে করা হয় যে, ঐ নক্ষত্রগুলি বৃষ্টি বর্ষণের নিদর্শন ও আলামত। (অর্থাৎ, অমুক নক্ষত্র অমুক কক্ষে এলে বৃষ্টির মৌসম আসে।) তা বৃষ্টি বর্ষণের কারণ নয় অথবা তাতে পৃথক প্রভাবশালী নয়। তাহলে তা দূষণীয় নয়।

 রাশি বা নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা হারাম হওয়ার দলীল

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ] (٨٢) سورة الواقعة

অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যাজ্ঞানকেই তোমাদের উপজীব্য ক'রে নেবে? *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৮২)*

মুজাহিদ বলেছেন, অর্থাৎ, নক্ষত্রের ব্যাপারে তাদের বলা, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের মাঝে বৃষ্টি হল।'

যায়েদ ইবনে খালেদ বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জানো কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন,

قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

"আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে এবং কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

রিয়া'

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ অপরকে দেখানোর জন্য কিছু প্রকাশ করা।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ লোককে দেখিয়ে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাল কাজ করা।

 রিয়া'র বিধান

(ক) সামান্য রিয়া'। এটি শির্কে আসগার।

(খ) পুরো আমল অথবা অধিকাংশ আমলটাই রিয়া'য় ভর্তি।

এটি শির্কে আকবার। এমনটি মু'মিন কর্তৃক হতে পারে না। যেহেতু এ আচরণ মুনাফিক্বদের।

 রিয়া'র ভয়াবহতা

(ক) রিয়া' বা লোক-দেখানি কাজ ছোট শির্ক।

নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ.

"আমি তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হল শির্কে আসগার।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'তা কী?' তিনি বললেন, "রিয়া।" *(আহমাদ)*

(খ) রিয়াকার লোক তওবা না ক'রে মারা গেলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء] (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। *(নিসা ঃ ৪৮)*

এ বিধান শির্কে আকবার, আসগার উভয়ের জন্য।

(গ) যে আমলে রিয়া' মিশ্রিত হবে, সে আমল পণ্ড হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"মহান আল্লাহ বলেন, আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি। (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট ক'রে দিই।) *(মুসলিম)*

(ঘ) রিয়া' কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও বেশি ভয়ানক।

আবূ সাঈদ খুদরী বলেন, একদা আল্লাহর রসূল আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, "আমি

তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنَ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

"গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর ক'রে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

 আমলে রিয়া' মিশ্রিত হলে

এর ৩টি অবস্থা ঃ

এক ঃ আমলের আসল উদ্দেশ্যই লোক-প্রদর্শন।

এটি শির্ক এবং ইবাদতটি বাতিল।

দুই ঃ আমলের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, কিন্তু পরে রিয়া' অনুপ্রবেশ করে।

 এর আবার ২টি অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। সে মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, রিয়া'কে প্রশ্রয় দেবে না এবং তার প্রতি স্বস্তি প্রকাশ করবে না। এমতাবস্থায় আমলের উপর কোন প্রভাব পড়বে না।

২। রিয়া' নিয়ে সে ক্ষান্ত হবে, তা মনে প্রশ্রয় দেবে এবং তা দূর করার চেষ্টা করবে না।

 এমতাবস্থায় ইবাদতের মান

(ক) যদি সেই আমলের শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল না হয়, তাহলে প্রথমাংশ শুদ্ধ। আর যে অংশে রিয়া' ঢুকেছে, সে অংশ বাতিল।

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি ইখলাসের সাথে ১০০ টাকা দান করল। তারপর একজনকে দেখিয়ে আরো ১০০ টাকা দান করল। প্রথম দানটি শুদ্ধ এবং শেষের দানটি বাতিল।

(খ) যদি সেই আমলের শেষাংশ প্রথমাংশের উপর ভিত্তিশীল হয়, তাহলে ইবাদতের সবটুকুই বাতিল।

উদাহরণ ঃ এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়াল। দ্বিতীয় রাকআতে তার মনে রিয়া' ঢুকে গেল। তারপর সে তা দূর করার চেষ্টা না ক'রে প্রশ্রয় দিল। এমতাবস্থায় পুরো নামাযটাই বাতিল গণ্য হবে।

তিন ঃ ইবাদত শেষ হওয়ার পরে মনে রিয়া' সঞ্চার হয়।

এমতাবস্থায় ইবাদতে কোন প্রভাব পড়ে না।

 মাসআলাহ ঃ

যদি কোন ব্যক্তি লোক-মুখে নিজের প্রশংসা শুনে খোশ হয়, তাহলে তার ফলে তার আমলের কোন ক্ষতি হবে না। যেহেতু একদা রাসূলুল্লাহ -কে জিজ্ঞাসা করা

হল, ‘বলুন, যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক’রে থাকে, (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. “এটা মু’মিনের সত্বর সুসংবাদ।” *(মুসলিম)*

 মাসআলাহ ঃ **লোকের জন্য আমল বর্জন করা**

যে ব্যক্তি কোন লোককে ভয় ক’রে অথবা খোশ ক’রে কোন আমল বর্জন করে, সেও রিয়া’ করে। (যেমন ঃ ম্যানেজার বা স্ত্রীর জন্য দাড়ি না রাখা।)

 রিয়া’ ও সুমআহর মাঝে পার্থক্য ঃ

‘রিয়া’ হল লোক দেখিয়ে কাজ করা, যা লোকে দেখে তার প্রশংসা করে।

আর ‘সুমআহ’ হল লোক শুনিয়ে কাজ করা, যা শুনে লোকে প্রশংসা করে।

 রিয়া’র চিকিৎসা ঃ

১। ইখলাসের মাহাত্ম্য স্মরণ কর।

২। রিয়া’র ভয়াবহতা স্মরণ কর এবং জেনো যে, তা আমল-বিনাশী।

৩। আখেরাতকে স্মরণ কর।

৪। জেনো যে, মানুষ কোন উপকার ও অপকারের মালিক নয়।

৫। দুআ কর,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে করে ফেলি, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইবাদতের উদ্দেশ্য দুনিয়া হলে

 এর উদ্দেশ্য ঃ

কোন মানুষ খাঁটি ইবাদত করে, কিন্তু তার মাধ্যমে সে সরাসরি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধি চায়।

 এর উদাহরণ ঃ

১। অর্থ কামানোর উদ্দেশ্যে বদল হজ্জ করা।
২। গনীমতের মালের লোভে জিহাদ করা।
৩। বেতন নেওয়ার উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া।
৪। সার্টিফিকেট ও চাকরির জন্য দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা।

 এর বিধান ঃ

২ প্রকার ঃ-

(ক) যদি আমলের সবটাই অথবা অধিকাংশটাই দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা শির্কে আকবার।

(খ) যদি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট আমল করা হয়, তাহলে তা শির্কে আসগার হবে এবং আমলটি বাতিল হবে।

দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের আমল করা হতে সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (١٦) سورة هود

অর্থাৎ, যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে। *(হূদঃ ১৫-১৬)*

নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।" *(আহমাদ, আবু দাঊদ)*

হলফ

এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ অবিচ্ছেদ থাকা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ হলফের কোন হরফযোগে মাননীয় কিছু উল্লেখ ক'রে কোন বিষয়কে সুনিশ্চিত করা।

আরবীতে হলফের হরফ তিনটি ঃ ওয়াউ, বা ও তা।

হলফের নামান্তর
ইয়ামীন, ক্বসম। (বাংলায় ঃ কিরা, শপথ, প্রতিজ্ঞা, দিব্য)

 বিধেয় কসম
(ক) যা আল্লাহর নাম নিয়ে করা হয়। যেমন, আল্লাহর কসম!
(খ) অথবা তাঁর কোন গুণবাচক নাম নিয়ে করা হয়। যেমন রহমানের কসম!
(গ) তাঁর কোন গুণ উল্লেখ ক'রে করা হয়। যেমন, আল্লাহর ইয্যতের কসম! আল্লাহর রহমতের কসম! আল্লাহর ইল্মের কসম!

 অবৈধ কসম
গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া অবৈধ। এই কসম ২ প্রকার ঃ
১। যে গায়রুল্লাহর নামে হলফ করা হচ্ছে, সে যদি হলফকারীর মনে আল্লাহর মতো অথবা তাঁর থেকেও বেশি মর্যাদাবান হয়, তাহলে তা শির্কে আকবার।
২। যে গায়রুল্লাহর নামে হলফ করা হচ্ছে, সে যদি হলফকারীর মনে আল্লাহর মতো মর্যাদাবান না হয়, তাহলে তা শির্কে আসগার।

 গায়রুল্লাহর নামে হলফ করা অবৈধতার দলীল ঃ
নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِّ فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَكَ.

"যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম খায়, সে কুফরী অথবা শির্ক করে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

 গায়রুল্লাহর নামে হলফ করার কতিপয় উদাহরণ ঃ
১। অলি-আওলিয়া বা পীরের নামে কসম করা।
২। নবী বা অলীর মর্যাদার কসম খাওয়া।
৩। ব্যক্তির জীবনের কসম খাওয়া।
৪। আমানত বা সম্ভ্রমের কসম খাওয়া।
(বাংলায় মা-বাপ, ছেলে, মাটি, খাদ্য, বই, চোখ, লক্ষ্মী ইত্যাদির নাম উল্লেখ ক'রে অথবা ছুঁয়ে কিরে করা হয়।)

 হলফের বিধান বিষয়ক উপকারী সারসংক্ষেপ
১। গায়রুল্লাহর নামে হলফ করা হারাম এবং তা শির্ক।
২। আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া হারাম। আর একে 'গামূস' বলা হয়।
৩। অপ্রয়োজনে কথায় কথায় আল্লাহর নামে কসম খাওয়া হারাম; যদিও তা সত্য কসম হয়। কারণ এতে আল্লাহর নামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন হয়।
৪। প্রয়োজনে আল্লাহর নাম নিয়ে সত্য কসম খাওয়া বৈধ।

গায়রুল্লাহর নামে হলফ করার কাফ্ফারা
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।
এর দলীল ঃ নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

"যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্যার কসম!' সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আল্লাহ ও কোন সৃষ্টির মাঝে সমকক্ষতার বিধান

উদ্দেশ্য ঃ কোন কাজের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টিকে উল্লেখ করতে হলে 'ও', 'আর' বা 'এবং' দিয়ে সংযোজন বৈধ নয়। যেমন ঃ

১। আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)।
২। আল্লাহ এবং আপনার কাছে আশা করি।
৩। আল্লাহ আর আপনার সাহায্য কামনা করি।
৪। আল্লাহ আর আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই।
৫। আল্লাহ এবং অমুক না থাকলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। ইত্যাদি।

 এই শ্রেণীর কথা বলার বিধান
২ প্রকার ঃ
(ক) যদি আল্লাহর সাথে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বস্তু ও আল্লাহর মাঝে বক্তা সমকক্ষতার বিশ্বাস রাখে, তাহলে তা শির্কে আকবার। যদিও 'তারপর' শব্দযোগে বলে।
(খ) সমকক্ষতার বিশ্বাস না রাখলে শির্কে আসগার হবে।

উক্ত কথাগুলি বলতে হলে সঠিক বাক্য নিম্নরূপ ২ পর্যায়ের ঃ
(ক) সমকক্ষতার বিশ্বাস না রেখে 'তারপর' শব্দযোগে বলবে।
যেমন, আল্লাহ তারপর আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)। আল্লাহ তারপর আপনার সাহায্য কামনা করি। ইত্যাদি।
(খ) কেবল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিষয়টি সোপর্দ করবে।
যেমন, আল্লাহই যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)। আল্লাহরই সাহায্য কামনা করি। ইত্যাদি।
এটাই সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

 উক্ত বাক্যাবলীতে 'আর' ও 'তারপর'-এর মাঝে পার্থক্য
'ও', 'আর' বা 'এবং' যোগে বললে এর আগে-পরে উল্লিখিত উভয়ই সমকক্ষ

ও সমপর্যায়ের ধারণা হয়।

পক্ষান্তরে 'তারপর' যোগে বললে, অধীনতা বুঝায়।

'যদি' যোগে কথা

'যদি' শব্দযোগে বাক্যাবলীর ৩ অবস্থা ঃ

১। বৈধ

যদি শুধুমাত্র কোন খবর দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন, যদি তুমি দর্সে আসতে, তাহলে উপকৃত হতে।

এর দলীল ঃ নবী ﷺ বলেছেন,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا.

"যা হয়ে গেছে তা যদি আবার ফিরে আসত, তাহলে সঙ্গে 'হাদ্ঈ' আনতাম না এবং লোকেদের সাথে হালাল হয়ে যেতাম, যখন তারা হালাল হয়েছে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

২। মুস্তাহাব

যদি কোন ভাল কাজের আশা ও কামনা ক'রে বলা হয়, তাহলে তা মুস্তাহাব।

যেমন, যদি আমার কাছে ধন থাকত, তাহলে আমি দান করতাম।

এর দলীল ঃ ঐ চার ব্যক্তির হাদীস, যাদের একজন বলে, 'যদি আমার ধন থাকত, তাহলে অমুকের মত আমল (দান) করতাম।' অর্থাৎ, ভাল কাজের কামনা প্রকাশ করল। নবী ﷺ বলেছেন, "সে তার নিয়ত অনুযায়ী (সওয়াব পাবে), সুতরাং তারা উভয়ে সওয়াবে সমান।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

৩। নিষিদ্ধ

তিনভাবে 'যদি' শব্দ প্রয়োগ করা যায় না ঃ

(ক) শরীয়তের প্রতি অভিযোগ ক'রে।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

[لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا] (١٦٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, ওরা যদি আমাদের কথা মত চলত, তাহলে নিহত হতো না। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৮)*

(খ) তকদীরের প্রতি অভিযোগ ক'রে।

এর দলীল ঃ মহান আল্লাহর বাণী,

[لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ] (١٥٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তাহলে তারা মরত না এবং নিহত হত না।' *(ঐঃ ১৫৬)*

(গ) অসৎ কামনা ক'রে।

এর দলীল ঃ ঐ চার ব্যক্তির হাদীস, যাদের একজন বলে, 'যদি আমার ধন থাকত, তাহলে অমুকের মত (খারাপ) আমল করতাম।' অর্থাৎ, অসৎ কাজের কামনা প্রকাশ করল। নবী ﷺ বলেছেন, "সে তার নিয়ত অনুযায়ী (গোনাহ পাবে), সুতরাং তারা উভয়ে গোনাহতে সমান।" *(আহমাদ, তিরমিযী)*

যুগকে গালি

উদ্দেশ্য ঃ যুগ, কাল বা সময়কে গালি দেওয়া, তার নিন্দা করা।

 এর বিধান

যুগকে গালি তিনভাবে দেওয়া হয় ঃ

১। নিন্দা না ক'রে যুগের বাস্তব রূপ বর্ণনা করা।

এমন করা বৈধ। যেমন বলা, 'আজকের কঠিন গরমে জান বেরিয়ে যাচ্ছে!'

যেমন লূত ﷺ বলেছিলেন, "আজকের দিনটি অতি কঠিন।" *(সূরা হূদ ঃ ৭৭)*

২। যুগকে গালি দেওয়া এই বিশ্বাস ক'রে যে, যুগই ভাল-মন্দের কর্তা।

যেমন এই বিশ্বাস রাখা যে, যুগই সকল বিষয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। ভাল থেকে মন্দ, মন্দ থেকে ভাল যুগই ঘটিয়ে থাকে। এমন বিশ্বাস শির্কে আকবার।

৩। যুগকে গালি দেওয়া এই ভেবে যে, যুগই অপ্রিয় বিষয়ের পাত্র। অবশ্য আল্লাহকেই কর্তা বলে বিশ্বাস রাখা হয়। এমন গালি দেওয়া হারাম ও কাবীরা গোনাহ।

 যুগ-যামানাকে গালি দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়

আল্লাহর রসূল বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُؤْذِينِى ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

"আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন ক'রে থাকি।" *(মুসলিম ২২৪৬, প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, 'আদ্-দাহর' বা যুগ কিন্তু আল্লাহর কোন নাম নয়।

 কথাবার্তার দু'টি উপকারী নীতি

১। অবৈধ কথা উচ্চারণ করা হতে জিহ্বাকে সংযত রাখা ওয়াজেব।

যেমন, গীবত, চুগলী, মিথ্যা ইত্যাদি।

অনুরূপ শিকী কথা থেকেও, যেমন ঃ গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া ইত্যাদি।

যেহেতু মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে, তাকে তার হিসাব দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ] (١٨) سورة ق

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ঃ ১৮)*

মানুষ কখনো এমনও কথা বলে, যার ফলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে। তাই কথা বলার সময় শব্দ ও বাক্য সংযতভাবে ব্যবহার করতে যত্নবান হওয়া ওয়াজেব।

২। যে সকল শব্দ ও বাক্যে শির্কের গন্ধ থাকে, তার প্রয়োগও বৈধ নয়। যেহেতু তার ফলে শির্কে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা তার মাধ্যমে শির্কের কোন দুয়ার খুলে যায়।

বিদআত

 এর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ ঃ পূর্বের কোন নমুনা ছাড়াই নব আবিষ্কৃত জিনিস।

শরয়ী পরিভাষায় ঃ বিনা দলীলে শরীয়তে যা উদ্ভাবন করা হয়।

 নব আবিষ্কারের নানা ধরন

১। পার্থিব আবিষ্কার

যেমন আধুনিক নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এমন আবিষ্কার বৈধ। যেহেতু জাগতিক বিষয়ের নীতি হল, মূলতঃ তা বৈধ।

২। দ্বীনের ব্যাপারে আবিষ্কার

এ আবিষ্কার হারাম। কারণ, দ্বীনী বিষয়ের নীতি হল, মূলতঃ তা প্রমাণ-সাপেক্ষ।

 দ্বীনী বিষয়ে আবিষ্কার (বিদআতে)র নানা ধরন

এর ৩টি ধরন আছে ঃ-

১। বিশ্বাসগত আবিষ্কার (বিদআতে ই'তিক্বাদিয়্যাহ)

তা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, তার বিপরীত বিশ্বাস রাখা।

যেমন, আল্লাহর সদৃশ স্থির করা, আল্লাহকে গুণহীন ভাবা, তকদীরকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

২। কর্মগত আবিষ্কার (বিদআতে আমালিয়্যাহ)

তা হল আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাঁর ইবাদত করা। যেমন ঃ-

(ক) শরীয়তের যে ইবাদতের অস্তিত্ব নেই, তা উদ্ভাবন করা।

(খ) বিধিবদ্ধ ইবাদতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা।

(গ) বিধিবদ্ধ ইবাদত মনগড়া পদ্ধতিতে সম্পাদন করা।

(ঘ) বিধিবদ্ধ ইবাদতের এমন সময় নির্ধারণ করা, যা শরীয়ত নির্ধারণ করেনি।

উদাহরণ ঃ

কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, নতুন নতুন ঈদ বা পর্ব উদ্‌যাপন ইত্যাদি।

৩। ত্যাগধর্মী বিদআত

ইবাদতের নিয়তে বৈধ ও বাঞ্ছিত জিনিস ত্যাগ করা।

যেমন, ইবাদতের নিয়তে মাংস খাওয়া বা বিবাহ করা ত্যাগ করা।

 মান অনুসারে বিদআতের প্রকারভেদ

বিদআত ২ প্রকার ঃ

১। কাফেরকারী বিদআত

যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

উদাহরণ ঃ

রাফেযীদের বিদআত (কোন সাহাবীকে কাফের মনে করা), কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করা ইত্যাদি।

২। ফাসেক্বকারী বিদআত

যে বিদআত করলে মানুষ ফাসেক্ব (গোনাহগার) হয়, তবে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না।

উদাহরণ ঃ

জামাআতবদ্ধভাবে যিক্‌র করা, অর্ধ শা'বানের রাত্রে বিশেষ ইবাদত করা ইত্যাদি।

 বিদআত খণ্ডন ও তা হতে সতর্কীকরণ

এ ব্যাপারে একটি আয়াত ও দু'টি হাদীসই যথেষ্ট ঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا]

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও

তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। *(মাইদাহঃ ৩)*

রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা বা কাজ উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই---তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।"

তিনি আরো বলতেন,

...وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، ﴿وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة،﴾ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، ﴿وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ﴾.

".....আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ, (প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত কর্মই বিদআত) এবং প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা। (আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যায়)।" *(মুসলিম, বন্ধনীর মাঝে বাক্য দু'টি নাসাঈর)*

 'বিদআতে হাসানাহ ও সাইয়িআহ' বলে কিছু আছে কি?

যারা বিদআতকে 'বিদআতে হাসানাহ ও বিদআতে সাইয়িআহ' নামে দু'টি ভাগে ভাগ করে, তারা আসলে ভুল করে এবং নবী ﷺ-এর বাণীর পরিপন্থী কাজ করে। যেহেতু তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" এতে তিনি সকল প্রকার বিদআতকে ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর তারা বলে, 'প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা নয়; বরং কিছু বিদআত "হাসানাহ" (ভাল)ও আছে!'

 বিদআত সৃষ্টির কতিপয় কারণ

১। দ্বীনের বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা
২। মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ
৩। নির্দিষ্ট রায় ও বুযুর্গের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব
৪। কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ ও অনুকরণ
৫। ভিত্তিহীন জাল হাদীসের উপর নির্ভরশীলতা
৬। শরীয়ত ও বিবেক-বিরোধী কুসংস্কার ও লোকাচারে বিশ্বাস

 বিদআত চেনা ও খণ্ডন করার দু'টি উপকারী নীতি

১। ইবাদত মূলতঃ নিষিদ্ধ ও প্রমাণ-সাপেক্ষ। শরীয়তে তার বিধিবদ্ধতার দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তা করা যাবে না।

২। প্রত্যেক সেই ইবাদত, যা করার আকর্ষক ও উদ্দীপক বিষয় নবী ﷺ-এর যুগে বর্তমান ছিল, এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) তা করেননি, এটা এ কথারই দলীল যে, সে ইবাদত বিধিবদ্ধ বা বিধেয় নয়।

 দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী

১। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসঘাতকতা) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিলাম।" *(মাইদাহ ঃ ৩)* অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুনভাবে) তা দ্বীন নয়। *(আল ই'তিসাম ১/৪৯)*

২। শায়খ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'জানা ওয়াজেব যে, মানুষ দ্বীনে যত ছোট বিদআতই রচনা করুক, তা হারাম। যেহেতু বিদআতসমূহের মধ্যে এমন কোন বিদআত নেই, যা কেবল "মাকরূহ"-এর পর্যায়ভুক্ত---যেমন কিছু লোকে ধারণা করে।'

 সমাজে প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা

১। নবীদিবস সহ অন্যান্য আরো অনেক জন্মদিবস পালন করা।
২। শবে-মি'রাজ পালন করা।
৩। শবেবরাত পালন করা।
৪। জন্মদিন পালন করা।
৫। (পবিত্র) স্থান, প্রত্নবস্তু, জীবিত অথবা মৃত (বুযুর্গ) ব্যক্তি দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ।
৬। জামাআতী যিক্‌র।
৭। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মৃত ব্যক্তির নামে ফাতেহাখানি করা।
৮। রজব মাসে বিশেষভাবে উমরাহ ও অন্যান্য ইবাদত করা।
৯। নামাযের পূর্বে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।
১০। (বুযুর্গ) ব্যক্তির মর্যাদার অসীলা ধরা।

 বিদআত সম্পর্কে জানতে কিছু উপকারী বই-পুস্তক (আরবী ভাষায়)

১। আত্‌-তাহযীরু মিনাল বিদা' ঃ শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)

২। আস্‌-সুনানু অল-মুবতাদাআত ঃ শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আল-

কুশাইরী

৩। আল-বিদাউ অল মুহদাষাতু অমা লা আস্‌লা লাহ ঃ হামূদ আল-মাত্বার

৪। আল-ইবদা' ফী মাযারিল ইবতিদা' ঃ শায়খ আলী মাহফূয

৫। আল-বিদাউল হাওলিয়্যাহ ঃ শায়খ আব্দুল্লাহ আত্-তুওয়াইজিরী

 নোট

(প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার শর্ত দু'টি ঃ ইখলাস ও অনুসরণ।)

অনুসরণ ততক্ষণ বাস্তবায়ন হবে না, যতক্ষণ না আমল ৬টি বিষয়ে শরীয়তের মোতাবেক হয়েছে ঃ-

সং	অনুসরণের শর্ত	বিরোধিতার উদাহরণ
১	কারণ	যেমন, বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'রাকআত নামায পড়া।
২	শ্রেণী	যেমন, ফিত্বরার যাকাতে টাকা দেওয়া।
৩	পরিমাণ	যেমন, ইচ্ছাকৃত মাগরিবের নামায ৪ রাকআত পড়া
৪	পদ্ধতি	যেমন, ওযূ করতে প্রথমে পা ও শেষে চেহারা ধোওয়া।
৫	সময়	যেমন, রমযান মাসে কুরবানী দেওয়া।
৬	স্থান	যেমন, মরুভূমি বা জঙ্গলে ই'তিকাফ করা।

(জ্ঞাতব্য যে, অনুসরণ সঠিক না হলে আমল বিদআত হবে।)

তাওহীদের প্রতি আহবান

আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করার মর্যাদা বিশাল, তার মাহাত্ম্যও বড়। আর তা হল নবী-রসূলগণের বৃত্তি, সালেহীন ও আওলিয়াগণের ময়দান।

মহান আল্লাহ বলেন,

[ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। *(নাহলঃ ১২৫)*

তিনি আরো বলেন,

[قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي] (١٠٨) سورة يوسف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। *(ইউসুফঃ ১০৮)*

মহানবী ﷺ বলেন,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উটনী অপেক্ষাও উত্তম।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

"যে ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের দিকে আহবান করে, তার ঐ ব্যক্তির ন্যায় নেকী হবে, যে তার আহবানে সাড়া দিয়ে আমল করবে। এতে তাদের নেকী থেকে কিছুই কম করা হবে না।" *(মুসলিম)*

 দাওয়াতের প্রথম বিষয় তাওহীদ

প্রথম যে বিষয়টি জানা, বুঝা, বাস্তবায়ন করা ও তার প্রতি দাওয়াত দেওয়া ওয়াজেব, তা হল তাওহীদ।

এর দলীল ঃ নবী মুআয -কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বলেছেন, ...সুতরাং তাদেরকে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দেবে, তা হল আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই---এ কথার সাক্ষ্যদান.....।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তা হল এই যে, তারা আল্লাহকে এক বলে মানবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

 তাওহীদের প্রতি আহবানের কতিপয় মাধ্যম

এখানে কিছু মাধ্যম উল্লেখ করা হল, যা সকলের জন্য উপযোগী এবং তা বেশি কষ্টসাধ্যও নয়।

১। তাওহীদের প্রতি আহবানকারী বই-পুস্তক ও প্রচারপত্র ছাপা ও বিতরণ করা।

২। তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ক বই-পুস্তক ছাপা ও প্রচার করতে সহযোগিতা করার ব্যাপারে (বিত্তশালী) ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলা।

৩। তাওহীদের উপর আলোকপাত করে, তাওহীদ বর্ণনা করে এবং তার দিকে দাওয়াত দেয়---এমন (অডিও-ভিডিও-সিডি) ক্যাসেট বিতরণ করা।

৪। সামর্থ্য থাকলে তাওহীদ বিষয়ে বক্তৃতা, ওয়ায-নসীহত, খুতবা ও দর্স দেওয়া। অথবা তাওহীদ-বিশেষজ্ঞ আলেম ও দায়ীর মাধ্যমে সে কাজ সম্পাদন করা।

৫। বাড়িতে পরিবার-পরিজনকে তাওহীদের মূল নীতি শিক্ষা দেওয়া, আক্বীদার বই-পুস্তক পড়তে দেওয়া এবং এর জন্য পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী বিষয় ও বস্তু বরাদ্দ করা।

 তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ক কিছু বই-পুস্তক (আরবী ভাষায়)

এখানে তাওহীদ ও আকীদা বিষয়ক ফলপ্রসূ একটি তালিকা সংযোজিত হল।

ভাই তালেবে ইল্‌ম! এগুলি সংগ্রহ ক'রে পড়ার উপদেশ দিচ্ছি। যাতে তোমার দ্বীনী জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, পরিত্রাণ ও সাফল্যের পথ চিনতে পার, যে পথে কেউ চললে, সে সফল ও লাভবান হয়। আর যে সে পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্নেহের ভাইটি! জেনে রেখো যে, তাওহীদ অধ্যয়ন ও আক্বীদাহ শিক্ষা দ্বীনী ফিক্বহের সবচেয়ে বড় বিষয়। উলামাগণের কেউ কেউ ফিক্বহকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন ঃ-

১। ফিক্বহে আকবার

এ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য, তাওহীদ ও আক্বীদার মাসায়েল।

২। ফিক্বহে আসগার

আর এ থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য আহকাম, ইবাদত ও ব্যবহারিক জীবনের লেন-দেন সংক্রান্ত মাসায়েল।

এখন পুস্তক-তালিকা দ্রষ্টব্য ঃ-

১। আল-উসূলুস সালাসাহ

২। আল-ক্বাওয়াইদুল আরবাআহ

৩। কাশফুশ শুবুহাত

৪। কিতাবুত তাওহীদ

এগুলির প্রণেতা শায়খ মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ)

৫। মাজমূআতুত তাওহীদিন নাজদিয়্যাহ

৬। ফাতহুল মাজীদ, শারহু কিতাবিত তাওহীদ ঃ শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান

৭। তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, শারহু কিতাবিত তাওহীদ ঃ শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ

৮। মাআরিজুল ক্বাবূল

৯। আ'লামুস সুন্নাতিল মানশূরাহ ঃ এ দু'টির প্রণেতা ঃ শায়খ হাফেয আল-হাকামী

১০। আল-ক্বাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল-উষাইমীন

১১। কিতাবুত তাওহীদ

১২। আল-ইরশাদ ইলা স্বাহীহিল ই'তিক্বাদ ঃ এ দু'টির প্রণেতা ঃ শায়খ স্বালেহ আল-ফাউযান

১৩। আল-আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ ঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ

১৪। শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল-উষাইমীন

১৫। শারহুল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বিয়্যাহ ঃ শায়খ স্বালেহ আল-ফাউযান

১৬। আল-ক্বাওয়াইদুল মুষলা ফী স্বিফাতিল্লাহি অআসমাইহিল হুসনা ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল-উষাইমীন

১৭। আল-আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়্যাহ অশারহুহা ঃ ইবনু আবিল ইয্যিল হানাফী

পরিশেষে আরো বলি, নিম্নে উল্লিখিত পন্ডিত উলামাগণের গ্রন্থ ও ফাতাওয়া পড়তে যত্নবান হও ঃ-

১। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ

২। তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম

৩। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর পৌত্র উলামাগণ

৪। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায

৫। শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ আল-উষাইমীন

৬। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জিবরীন

৭। শায়খ স্বালেহ আল-ফাউযান

এবং আরও উলামায়ে কিরাম, যাঁরা তাওহীদপন্থী ও সহীহ আক্বীদাহর পতাকাবাহী বলে প্রসিদ্ধ।

পরিশিষ্ট

অত্র পুস্তিকার শেষপর্বে আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, যিনি তাওফীক ও প্রয়াস দান ক'রে বড় অনুগ্রহ করেছেন।

আর আশা করি যে, এই পুস্তিকা তাওহীদের উপর আলোকপাত করতে সহযোগী হয়েছে এবং তার মাসায়েল বুঝার নিকটবর্তী ও সহজ করার ব্যাপারে যথেষ্ট অংশ নিয়েছে।

যেমন সর্বোচ্চ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এও প্রার্থনা করি যে, যাঁরা এই পুস্তিকা ছাপতে ও প্রচার করতে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে নেক বদলা দান করুন এবং বেশি বেশি নেকী ও প্রতিদান প্রদান করুন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আল-হুওয়াইল